দক্ষ-যজ্ঞ

গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

১২৯০ সাল, ৬ই শ্রাবণ
ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

অভিনব সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চরিত্র

পুরুষ

দক্ষ, মন্ত্রী, মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ,
দধীচি, নন্দী, ভৃঙ্গী, প্রহরী, দূতগণ,
প্রমথগণ ইত্যাদি

স্ত্রী

প্রসূতি, ভৃগু-পত্নী, সতী, তপস্বিনী,
চেড়ী ইত্যাদি

দক্ষ-যজ্ঞ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন

তপস্বিনী তপে মগ্ন—মহামায়ার আবির্ভাব

মহামায়া। বর নে রে,—পূর্ণ মনস্কাম তোর।

তপস্বিনী। মা, মা আমার,
কোথা ছিলে ভুলে মোরে ?

মহামায়া। বর নে,—সদয়া তোরে আমি।

তপস্বিনী। মা গো, চিরদিন রব তোর সনে,
অন্য সাধ নাহি, মা আমার ;
আর কভু নাহি রহ মোরে ছাড়ি'।

মহামায়া। আজি হ'তে তুমি মম প্রধানা সঙ্গিনী

শুন তপস্বিনি,
দেহ হ'তে যে হেতু সৃজিনু তোরে ;—
আছি মুগ্ধ নিজ মায়া-পাশে ;
মায়া-পাশে বাঁধিতে মহেশে
এ বেশে এ লীলা মম।
শিব নাহি বিমুগ্ধ হইলে
জীব নাহি রবে ধরা-মাঝে ;
আনন্দ-উৎসব—
বহু রূপে করিব আনন্দ-লীলা।
শিব-শক্তি-সঙ্গিনী হইবি তুই।

তপস্বিনী। মা, মা, অপার করুণা তব।

মহামায়া। এবে কার্য্য বাকী তোর।

তপস্বিনী। মা, মা, আর নাহি দেহ কার্য্যভার।

মহামায়া। বৎসে, শিব-পূজা শিখাইবি মোরে ;
হেন কার্য্য-ভার আমার বাঞ্ছিত সদা।

তপস্বিনী। মা, মা, তোরে পূজা কি শিখাব ?

মহামায়া। মুগ্ধ নিজ মায়ার প্রভাবে,
দক্ষালয়ে আছি মহাদেবে ভুলি',
তুমি মোরে করিবে চেতন।

তপস্বিনী। মাতা, কোথা দক্ষ-গৃহ ?

মহামায়া। দেখ, নাহি একার্ণব আর ;
স্তম্ভিত লহর-মালা,

শ্যামকান্তি ধরা শোভে তায় ;
মায়ার প্রভাবে
ভৃঙ্গ গুঞ্জে কুসুম-সৌরভে ;
রাজ্য এবে—যথা ছিল একাকার।
দিব্য-আঁখি করিনু প্রদান,
উচ্চ তত্ত্ব হও অবগত,
চতুর্ম্মুখ অগোচর যাহা।
পদ্মা নাম পাইবি কৈলাসে,
পাইবি সুন্দর কান্তি রবি-শশী জিনি'।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দক্ষের প্রবেশ

দক্ষ। কি মধুর স্নিগ্ধ বায়ু পরশিছে ভালে!
মম করে আদরে অর্পিল তাত
প্রজা-স্থাপনের ভার ;
দক্ষ নাম দক্ষ জানি' দিল।
কি কৌশলে করি ভবে প্রজার স্থাপন ?
বার বার কত প্রজাপতি
কত মত করিল নির্ণয়,
কিন্তু কোন মতে
না হইল প্রজার স্থাপন।
সমাজ-বন্ধনে কেমনে মানব রবে ?

চেড়ীর প্রবেশ

চেড়ী। প্রভু, রাজ্ঞী যাচে রাজ-দরশন।

দক্ষ। (স্বগত) একতা-বন্ধন,—
কিন্তু কোন্ সাধারণ প্রয়োজনে
একতা-বন্ধনে রবে জীব ধরাতলে ?
একতার মূল—প্রয়োজন।

চেড়ী। প্রভু, চাহে রাজ্ঞী চরণ-দর্শন।

দক্ষ। (স্বগত) তর্ক অতি চমৎকার,
কিন্তু দোষ মূলে।—
প্রয়োজন বিনা,
একতা-বন্ধনে কভু না মানব রবে।
কত দিনে উঠে কথা, মায়ার বন্ধন।—
অনুমান, অনুমান—
যুক্তি মাত্র নাহি তাহে।—
মায়া—মায়া!
কিবা মায়া, কহ, কে বা জানে?
মায়া বলি' বর্ণনা যাহার,
মায়া নাম দিলে তারে.
এ সংসারে মায়া নয় কিবা?
তুমি মায়া, আমি মায়া,
মায়া ব্যোম তরুলতাগণে।
তবে মায়ার বন্ধনে
কি হেতু না রহে নর?

চেড়ী। দেব!

দক্ষ। (স্বগত) অযৌক্তিক কথা—

চেড়ীর প্রস্থান

মায়ার বন্ধন—
শিশুকালে ঘুমাইতে উপকথা!

কিবা সাধারণ নরে ?—
হিত-চিন্তা সাধারণ সবাকার।
নিজ হিত-হেতু—
ডরে নরে রহিতে সংসারে,
যে সংসারে মৃত্যু-ভয়।
অনাচার মৃত্যুর কারণ—

প্রসূতির প্রবেশ

প্রসূতি। নাথ, এস ত্বরা, একা আছে সতী।
নাথ,
না জানি গো কেন মম কপাল ভাঙিল!

দক্ষ। রাজ্ঞি,
সতীর বিবাহ ভুলি নাই, প্রাণেশ্বরি!

সতীর প্রবেশ

সতী। মা, আর ত শোব না;
একা রেখে এলে তুমি!
পিতা, পিতা—

দক্ষ। সতি, আমি ছেলে তোর,—
আর ক'টি আছে ছেলে?

প্রসূতি। নাথ, ধরি পায়,
এ কথা সতীরে পুনঃ না জিজ্ঞাস, প্রভু;
আয়, মা আমার!

দক্ষ। কি হ'য়েছে, রাণী ?

প্রসূতি। নাথ, আজি গোধূলির বেলা
সতী মোর খেলিতে খেলিতে
মা ব'লে আইল ধেয়ে ;
বদন মুছিনু, চাঁদমুখ চুমিনু যতনে,
কোলে ল'য়ে বসিনু তরুর তলে—

দক্ষ। কি হ'য়েছে মা আমার ?

সতী। শুয়েছিনু মা'র কাছে,
একা রেখে এলেন জননী,
তাই আইনু উপবনে।

প্রসূতি। নাথ, না শুনিলে কেমনে বুঝিবে ?
কোলে ল'য়ে সুধাইনু সতীরে আমার,
"কত পুত্র আছে তোর ?"
উঠি' দ্রুত বিল্বমূলে বসিল সহসা ;
শত রবি-ছবি ফুটিল উদ্যানে অকস্মাৎ ;
নাহি সতী আর,
উজ্জ্বল কিরণময়ী প্রতিমা সুন্দর !
কত শত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব লোটে পায় ;
করযোড়ে তিনলোকে
"মা" ব'লে ডাকিছে ;
হাস্যময়ী করুণা প্রতিমা,
কৃপাকণা সবারে দানিছে ;

আনন্দে নাচিছে সবে !
"সতী, সতী" বলি উচ্চৈঃস্বরে,
অচেতন হইনু, প্রভু !
"সতী" ব'লে জাগি পুনঃ,—
পাশে শুয়ে মা আমার !
কেন হেন সতীরে হেরিনু, প্রভু ?

দক্ষ। মহিষি ! কি অসুস্থ শরীর তব ?

প্রসূতি। নাথ, ব্যাকুল উন্মাদ প্রাণ মোর।
মা হ'য়ে কি দেখিনু নয়নে ?
জীবিত যে জন,
দেবীরূপে দেখিলে তাহারে,
অকল্যাণ হয় তার।

দক্ষ। তব মন-তৃপ্তি হেতু,
যাগ-যজ্ঞ—
যেবা কার্য্য ইচ্ছা তব কর, রাণি !
রাজমন্ত্রী করিবেক আয়োজন ;
কিন্তু জেনো মাত্র স্বপন কেবল।
(স্বগত) আহা, কি সুন্দর বায়ু !
নিদ্রা মম আসে চোখে।
কোথা ছিনু ?
হাঁ, অনাচার-নিবারণ।

প্রসূতি। স্বপ্ন নহে নাথ, করি নিবেদন।

দক্ষ। জেনো স্থির, স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর।
স্বপনের কথা কি কব তোমারে, রাণি!
আজি নিশা-অবসানে হেরি—
স্বর্ণময়ী ঝিয়ারী আমার,
অর্পি ভোলানাথ-করে।

সতী। ভোলানাথ? কে সে, পিতা?

দক্ষ। ভুল সৃষ্টি আপাদমস্তক,
আপাদমস্তক ভোলা!

সতী। সকলই কি যায় ভুলে?
যদি কেহ কহে কটু—
তাও যায় ভুলে?

দক্ষ। (স্বগত) অনাচার-নিবারণ—

সতী। পিতা, পিতা, সকলই কি যায় ভুলে?

দক্ষ। হুঁ।
(স্বগত) কিসে হয় অনাচার-নিবারণ?

সতী। আমি বড় ভালবাসি তারে।
ভুলে যায়—কে খাওয়ায় অন্ন-পানি?

দক্ষ। রাণি, তব আজ্ঞা পাইলে সচিব,
যাগ-যজ্ঞ আয়োজন,
কিম্বা
সতীর কল্যাণে অন্য যেবা প্রয়োজন,
সাধ্যমত ক'রে দিবে সমাধান।

কিন্তু জেনো স্থির,
স্বপ্ন মাত্র অন্য কিছু নয়।

সতী। পিতা, কেবা দেয় অন্ন-পানি ?

দক্ষ। ভূতে।
সতি, আসি কার্য্য-গৃহ হ'তে ;
উপকথা ক'বি,
ঘুম পাড়াইবি তুই।
যাও গৃহে।
(স্বগত) মন্ত্রিগণে কি যুক্তি দানিবে ?
বিরলে করিব স্থির। প্রস্থান

সতী। ও মা, ভূত কি, মা ?
ভূতে কেন দেয় অন্ন-পানি ?

প্রসূতি। বল দেখি, মা আমার,
কত অন্ন করিলি রন্ধন ?

সতী। কি কব গো কত অন্ন করিনু রন্ধন,
কত জনে দিনু, মাতা !
কিন্তু ভোলানাথে না দেখিনু।

প্রসূতি। আয় কোলে, ঘুমা', মা আমার !

সতী। বল না, মা, কোথা ভোলানাথ ?

তপস্বিনীকে লইয়া চেড়ীর প্রবেশ

চেড়ী। রাজরাণি, এই সেই তপস্বিনী,
ভৃগুপত্নী ব'লেছেন যাঁর কথা।

সতী। হাঁ মা, ভোলা কে, মা ?

তপস্বিনী। (স্বগত) মা আমার ব্যাকুলা ভোলার তরে,
শিবপূজা কি শিখাব তোরে !

প্রসূতি। (স্বগত) এ কি অপূর্ব্ব যোগিনী !
নলিনী-নিন্দিত-কায়া,
নবীন বয়সে কেন উদাসিনী বালা !
(প্রকাশ্যে) গোধূলিতে দেখিয়াছি অলক্ষণ।
শুনিলাম ভৃগুপত্নী-মুখে,
তব অঙ্গের সৌরভে
মহারোগী পাইল পরিত্রাণ ;—
তনয়ারে অর্পি তব পায়।
দেবী-মূর্ত্তি দেখিয়াছি দুহিতার !
সতি, নে মা পদধূলি।

সতী কর্ত্তৃক তপস্বিনীর পদধূলি গ্রহণ

তপস্বিনী। (স্বগত) শিব, শিব, শিব !
(প্রকাশ্যে) শঙ্কা ত্যজ, রাজরাণি !
কল্যাণী তনয়া তব—
অকল্যাণ কভু না সম্ভবে।

প্রসূতি। ভগবতি ! তব মধুময় বাণী
অমৃত দানিল প্রাণে।
ক্ষম, মা, আমারে—

কেন, মা গো,
বিভূতি মাখিলি কিশোর-কায় ?

তপস্বিনী। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা মম, রাজরাণি !
প্রসবি জননী,
পলাইল অর্ণবে ভাসায়ে মোরে ;
অভাগিনী, তবু নাহি গেল প্রাণ।
মা'র তরে আমি উদাসিনী,
কোথায় জননী ?
মা ব'লে নিয়ত কাঁদি।
মাতৃমন্ত্র সাধি,
দেব-দেবী নাহি করি উপাসনা।
মুখে মা'র নাম মম অবিরাম,
যে শুনে বাসনা পূরে তার ;
কিন্তু মম জননী কঠিনা,
না পূরায় মনস্কাম মম।

প্রসূতি। (স্বগত) এ কি উন্মাদিনী ?
(প্রকাশ্যে) ভগবতি,
অপূর্ব্ব কাহিনী তব !

তপস্বিনী। ভৃগুর রমণী
প্রেরিলেন মোরে তব পুরে ;
কার্য্য কিবা আদেশ', মহিষি !

প্রসূতি। হেন কার্য্য কর, ভগবতি,

হয় যাহে সতীর কল্যাণ।
যদি তব হয় অভিমত,
পবিত্র করুন পুরী
কয় দিন রহি' এই স্থানে।

তপস্বিনী। রব তব আদেশে, মহিষি!

প্রসূতি। সতি, আয় মা আমার;
ভগবতি, কৃপা করি আসুন সংহতি।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ আসীন

দক্ষ। এত দিনে পারিনু বুঝিতে
কেন প্রজা না হ'ল স্থাপন—
শিবপূজা সৃষ্টিনাশ হেতু।—
বিরিঞ্চির ঘটিয়াছে বুদ্ধি-ভ্রম !
আজি দেখি দক্ষপুরে
স্বপনের অধিকার।
প্রাতে স্বপ্ন—অর্পি দুহিতায় হরে ;
গোধূলিতে—কন্যা দেবী হেরে রাণী,
রজনীতে বিধাতার আকিঞ্চন—
অর্পি কন্যা ভাঙড়ের করে।
অনাচার-নিবারণ, শিবের দমন,
অগ্রে প্রয়োজন ;
মৃত্যু-নিবারণ,
সংসারে উচিত আগে ;
নহে, ক্ষণস্থায়ী পুরে—
কি সুখে রহিবে জীব ?
লয়কর্ত্তা শিব ;

লয় নিবারণ না হবে কখন'
অনাচারী শিব-নিবারণ বিনা।

প্রসূতির প্রবেশ

প্রসূতি। নাথ!
এখন' কি হয় নাই নিদ্রার সময়?

দক্ষ। ভাবি, প্রাণেশ্বরি, কি উপায় করি,
সতীর না মিলে বর।
হেম-হার নন্দিনী আমার,
কার গলে করিব অর্পণ,
নিশি-দিন তাই ভাবি মনে।
পুনঃ ডরি,
বিলায়ে কুমারী,
কেমনে রহিব বল?
সতী মম নয়নের নিধি,
যে অবধি সতী মোর ঘরে,
প্রজাপতি-বরে দক্ষ প্রজাপতি আমি।
সর্ব্বসুলক্ষণা সতী,
বিষ্ণুরে না করিব অর্পণ—
পাবে সতিনীর জ্বালা।

প্রসূতি। প্রভু, না হও উতলা,
যবে জন্মিল তনয়া,
বর তার অবশ্য জন্মেছে।

দক্ষ। কোথা বর ?
তিন পুরে কিবা মম অগোচর ?
সতী-যোগ্য উপযুক্ত পাত্র কেবা,
যারে কন্যা করি' দান
কুল-মান হইবে উজ্জ্বল,
নন্দিনী রহিবে সুখে !
অকলঙ্ক শশিকলা সম
কন্যা বাড়ে দিন দিন ;
ভাবি মনে পাছে হয় জাতি-নাশ।

প্রসূতি। সতীর যে বর, সামান্য সে নয় কভু।

দক্ষ। কর্ত্তব্য আমার—উপযুক্ত পাত্রে দান।

প্রসূতি। প্রভু, কোন্ কন্যা ক'রেছ অপাত্রে দান,
সতীরে অপাত্রে দিবে ?
সতী তব সর্ব্বস্ব রতন,
আদরে তোমার না পারি বারিতে তারে।

দক্ষ। শুন, প্রিয়ে, রহস্য নূতন,—
ব্রহ্মা কন, ভাঙড়ে অর্পিতে ;—
যোগাযোগ দেখেছেন সার,
সতী যাবে ভাঙড়ের গৃহে—
তোমারে আমারে নাহি ক'য়ে !

প্রসূতি। ভাঙড় কে, প্রভু ?

দক্ষ। পিশাচপতি, পিতামহ মম,

শুভ্রকান্তি বলদ-বাহন !

প্রসূতি। মহাদেব ?

দক্ষ। মহাদেব !
চতুর্ম্মুখ শিখায়েছে নাম তবে।

প্রসূতি। প্রভু, রহি অন্তঃপুরে,
কে কেমন পাত্র নাহি জানি ;—
লোকে কহে, মহাদেব।

দক্ষ। অনাচারী লোকে কহে।
পড়িলাম বিষম ব্যাপারে—
সভাস্থলে মহা অনুরোধ বিরিঞ্চির,
না দিলেই নয় শিবে সতীরে আমার।
তনয়ায় অধিকার তব ;
মতামত সুধাই তোমায়,
পিশাচে কি দিব দুহিতারে ?

প্রসূতি। প্রভু, কি হেতু উতলা ?
বাড়িল রজনী, শ্রম দূর কর আজি।

দক্ষ। ক'ন বিধি, ঘটনার স্রোতে
কন্যা মম মিলিবে শিবের সনে।
না জানি কি
জোটাজোট আছে তাঁর মনে !

প্রসূতি। নাথ, ত্রিকালজ্ঞ তাত।
কি জানি কি ঘটে, নাথ,

দৈবের প্রবাহে।

দক্ষ। দৈবের প্রবাহ,
তবে কেন মোরে অনুরোধ ?
শুন, দেবি,
কোথায় ঘটনা-স্রোত
ঘটনা না করিলে সৃজন ?
আজি যদি অন্য পাত্রে করি আমি দান,
কোন্ দৈব-বলে তাহা হইবে লঙ্ঘন ?
দৈব, শুনি, বিধির লিখন ;
ছিল উচিত ধাতার
লিখিতে কন্যার ভালে বর অনুমত।
এবে লিপি-পূর্ণ বাসনা তাঁহার,
এই হেতু এত অভিযোগ।

প্রসূতি। ভাল মন্দ বিচার উচিত, প্রভু ;
উতলার কার্য্য ইহা নহে।

দক্ষ। শুন, যেবা ক'রেছি মনন,—
স্বয়ম্বরা করিব সতীরে ;
যারে অভিরুচি,
তারে মালা করিবে অর্পণ।

প্রসূতি। যদি বরে, মহাদেবে ?—
অপূর্ব্ব দৈবের লীলা !

দক্ষ। কি ? আমার অজ্ঞা,

কুৎসিত প্রকৃতি কভু তারে না সম্ভবে,—
আছে তার পুরীষ-পীযূষ-জ্ঞান।

প্রসূতি। প্রভু, উদ্বিগ্নের নহে এ মন্ত্রণা।

দক্ষ। রাণি, তব মতে নিতান্ত অযোগ্য আমি।
ধরা-মাঝে সম্বন্ধ-স্থাপনা ভার
মোরে দিয়াছেন ধাতা।
ভাব কি, মহিষি,
কন্যার সম্বন্ধে হ'বে মতিভ্রম মোর?
ভাব যদি বিধাতার বাক্য হেতু,
আমি পাত্র নাহি করি স্থির,
রুচিমত কন্যা বাছি' ল'বে বর,—
লিপিপূর্ণ হউক আপনি,
নাহি করি প্রতিরোধ;
কিন্তু প্রস্তরে বাঁধিয়ে কর-পদ,
ফেলিব অতল জলে,—
পিতা হ'য়ে না পারিব।
স্বয়ম্বরে কি তব অমত?

প্রসূতি। তব পদ বিনা সংসারে কি জানি, প্রভু?
বাস অন্তঃপুরে, কার্য্য মম তব সেবা।
প্রভুর যে মত,
অন্য মত কেমনে করিবে দাসী?
নারী জাতি,—সদা শঙ্কা হয় মনে;

কর নাথ, যেবা ভাল হয়।
স্বয়ম্বরে ধাতার কি মত ?

দক্ষ। সুধি রাণি, তব মতামত ;
তাঁর মত পশ্চাৎ সুধিব।
কন্যা যদি হয় দুঃখভাগী,
ভালমন্দ তাঁরে না লাগিবে,
কাঁদিবে তোমার প্রাণ।

প্রসূতি। সকলের অধিকারী, নাথ, তুমি মম ;
মম মত অপেক্ষা কি আর ?

দক্ষ। ভাল, তব অভিমত ;
আজই করি আয়োজন।

দক্ষের প্রস্থান

প্রসূতি। মা গো নিস্তারিণি,
না জানি কি আছে তোর মনে !
মম সতীর বিবাহে
পিতা-পুত্রে কেন হয় কথান্তর ?
কেন রাজা সহসা উতলা ?
দেবদেব মহাদেব কহে লোকে,—
বিরিঞ্চির অভিমত বর।

প্রসূতির প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থ বিল্বমূল

তপস্বিনী আসীনা

তপস্বিনী। ওরে নবীন নয়ন,
মা'র বরে হও প্রস্ফুটিত ;
হের, বিস্মৃতি-কালের দ্বার
উদ্ঘাটিত সম্মুখে তোমার।
এ কি, একাকার একার্ণব !
মহান্ উদ্ভব কে পুরুষ তিনজন ?
হের, হের—
তব ভাতি সম তরুণ তপন হের,
ফোটে শশী নবীন জীবনে,
ঝিকি ঝিকি ঝকে তারাগণ !
দেখ, দেখ নবীন পবন
দ্বন্দ্ব করে নীর সনে !
হের, তরঙ্গ বিশাল ;
দেখ, দেখ, স্তম্ভিত লহর-মালা।
নাহি আর বিলোল-লহরী,
সোপানিত ধবল কৈলাস ;

হৃদাকাশে বিকাশে নবীন ছবি ;
কে রে বামা হর উরু' পরে ?
ডরে না পবন চলে !
আহা এলোকেশী—
দোলে রাঙা পা দু'খানি !
আহা, রজত মৃণাল-করে
বামারে কে আদরে রে ধ'রে কায় কায় ?
মুখপানে চায়,
না ফিরে নয়ন আর !
ছি ! ছি ! লজ্জাহীন কেমন সন্ন্যাসী ?
উলঙ্গ, কি রঙ্গ—হের !
এ কি, ঘোর আবরণ !
রে নয়ন, আর না দেখিতে পাই !

সতীর প্রবেশ

একাকিনী হেথা তুমি, তপস্বিনি ?
শুন গো যোগিনি,
বড় মম অন্তর ব্যাকুল ;
ভোলা কে গো, তাই ভাবি মনে ;
সুধালে, জননী উত্তর না দেন মোরে
ভগবতি, জান যদি কহ মোরে
ভোলানাথ কে বা ?

তপস্বিনী। 　ভোলা প্রেতপতি ;
পিশাচ-সংহতি নিয়ত শ্মশানে ভ্রমে ;
ব্যাপ্ত চরাচর—
ভোলা দিগম্বর,
বিভূতি-ভূষিত কায় ;
ফণী আভরণ, ধরণী শয়ন,
বলদবাহন ভোলা।
তার তরে কি হেতু উতলা, সতি ?

সতী। 　শুন তপস্বিনি,
দেখাইতে পার কি ভোলারে ?
ভোলা কেন গো সন্ন্যাসী ?
হয় সাধ মনে, আনি তারে—
করি তারে গৃহবাসী।

তপস্বিনী। 　নাহি জানি, কি ভাবে সন্ন্যাসী ;
দিবানিশি ভাঙ-পানে নয়ন মুদিত,
কারো সনে কথা নাহি কয়,
অনশনে একা রহে বসি।

সতী। 　আহা ! তাই ভোলানাথ নাম,
ভুলে থাকে নয়ন মুদিয়ে।
শুন, তপস্বিনি,
তোমা সম পাইলে সঙ্গিনী,
যাইতাম দেখিবারে ভোলানাথে।

কালি যবে দেখিনু তোমারে,
গলা ধ'রে কাঁদিতে হইল সাধ ;
কিন্তু অঙ্গস্পর্শ মানা তব,
আছে মাত্র চরণ ছুঁইতে।

তপস্বিনী। ও গো, তোরই আশে,
যোগিনীর বেশে আছি যুগ-যুগান্তর।
কোল দে গো,
আর তুমি ঠেলো না চরণে।

সতী। তপস্বিনি,
মোর তরে এসেছ এখানে ?
জানিতে কি একাকিনী হেথা আমি ?
রহিবে কি হেথা চিরদিন ?

তপস্বিনী। অন্য আশ নাহি কিছু মনে।

সতী। কভু অপরাধ নাহি ল'বে ?
ভালবাসি, যোগিনি, তোমারে।

তপস্বিনী। নাহি রব,
সখী না বলিলে মোরে।

সতী। সখী তুমি হবে মোর ?
সখি, কখন না র'ব আমি
তোমারে ছাড়িয়ে।
চল যাই দেখি গিয়ে কোথা ভোলানাথ।

তপস্বিনী। ভোলানাথ মহেশ্বর হর,

সর্ব্বত্র বিরাজমান।

সতী। কই তবে, কই ভোলানাথ ?
ভাগ্য মানি, তুমি, তপস্বিনি,
কেমনে দেখিলে তাঁরে ?
সখি, আমি কভু না দেখিব !
মহেশ্বর দেখা কি দিবেন মোরে ?
সখি, আর না কাঁদিব,
কেন বা কাঁদিব ?
মহেশ্বরে কোথা দেখা পাব ?
ও গো, মহেশ্বর কেন গো শ্মশানবাসী ?

তপস্বিনী। কোথা আর আছে তাঁর স্থান ?
ব্রহ্মলোক, গোলোক, অমরপুরী,
বিতরি' অমরগণে,
ভূত প্রেত সনে শ্মশানে করেন বাস ;
হীন জনে স্নেহ অতি তাঁর ;
ভূতগণে দেন আলিঙ্গন।

সতী। সখি,
আমি ভোলানাথে ভালবাসি,
তিনি ভালবাসিবেন মোরে ?
হীন জনে স্নেহ তাঁর !

তপস্বিনী। এস, সখি, বিল্বমূলে বসি দুই জনে,
করি সুখে শিব-গুণ-গান,—

শুনি তোর স্বর কাতর অন্তর,
দিগম্বর হইবে উদয় ।
পরাণ ভরিব,—
শিব-দুর্গা একত্রে দেখিব ;
ভুলে যাব যত দুঃখ দেছ আগে ।

উভয়ের গীত

আশা-যোগিঞা—একতালা

ফিরে চাও, প্রেমিক সন্ন্যাসি !
ঘুচাও ব্যথা, কও না কথা,
কা'র প্রেমে হে উদাসী ?
র'য়েছ মত্ত ধ্যানে,
তত্ত্ব তোমার কেবা জানে ?
অনুরাগী সুধাই যোগী,
প্রাণ দিলে কি লও হে আসি ?

বিল্বমূলে সতীর মাল্য প্রদান

মহাদেবের আবির্ভাব

পদ্মিনী । সখি !
ওই তোর এলো দিগম্বর,—
নটবর কি মোহন কায় !

তপস্বিনী।　　　　গীত

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা

এল তোর খ্যাপা দিগম্বর,
ওলো রাখিস ধ'রে।
বড় সেয়ানা খ্যাপা, প্রাণ চুরি ক'রে
যেন যায় না স'রে!
প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নে না,
আগে দিও না প্রাণ,　তোরে করি মানা;
খ্যাপা বেদনা বোঝে না লো;
মজায় যারে, তারে কাঁদায় এম্নি ক'রে।

মহাদেব।　　সতি, তোর মালা গলে মোর;
মালা নে রে, পতি তোর আমি,
ওরে ভিখারীর অমূল্য রতন!

মহাদেব কর্ত্তৃক সতীর গলায় মাল্য প্রদান

সতী।　　সখি, সখি, কোথা তুমি?

মহাদেব।　　কথা কও, কর হে করুণা,
যুগে যুগে পিপাসী, প্রেয়সি, আমি;
প্রাণেশ্বরি, চাও, ফিরে চাও,
হৃদয় জুড়াও;
দেখ চেয়ে, সন্ন্যাসী রে তোর তরে।

সতী।　　প্রভু, ভোলা তুমি, ভুল না আমারে।

মহাদেব।　　ভোলা আমি তোর ধ্যানে, সতি!　　মহাদেবের অন্তর্দ্ধান

সতী। কই সই, কোথা গেল দিগম্বর ?

তপস্বিনী। স্বয়ম্বরে পাবে, সতি, হরে ;
আর কভু না হবে বিচ্ছেদ।

সতী। পদ্মমুখি !
আজি হ'তে পদ্মা তোর নাম।
সখি, স্বয়ম্বর কিবা ?

প্রসূতির প্রবেশ

প্রসূতি। ভগবতি, প্রণমি চরণে।
সতি, মা আমার,
একাকিনী পলায়ে এসেছ হেথা ?
কোথা তোরে খুঁজিয়ে না পাই।

সতী। মা গো, কারে বলে স্বয়ম্বর ?

প্রসূতি। বিয়ে হবে তোর।
(স্বগত) স্বয়ম্বর নাহি জানে,
হেন কন্যা কেমনে হইবে স্বয়ম্বরা ;
কি ব'লে বুঝা'ব নৃপে ?

সতী। বিয়ে কি, মা ?

প্রসূতি। দেবি,
নাহি জানি কত আছে সতীর কপালে।
উন্মত্ত ভূপতি,
চা'ন স্বয়ম্বরা করিবারে তনয়ারে।
কন্যা 'বিয়ে' কিবা নাহি জানে !

মা গো, সাধ হয়, যাই মা বসতি ত্যজি'।
আজি স্বয়ম্বর-দিন ;
আসিতেছে দেবগণে।

তপস্বিনী। নাহি ভাব', রাজরাণি,
দৈবের প্রবাহে কন্যা বাছি লবে বর।
সতি, বর তোর হবে আজি ;
সভামাঝে যার গলে দিবি পুষ্পমালা,
সেই তোর হবে বর।

সতী। বর কি গো সখি,—দিগম্বর ?

তপস্বিনী। যার ঘরে চিরদিন রবি,
আদরে যে রাখিবে তোমারে,
মালা দি'বি তার গলে।

সতী। মালা দিব ?
দেখ, দেখ গো জননি,
মহেশ্বরে দিছি মালা ;
আর মালা দিব কার গলে ?
হর বিনা কার ঘরে রব ?

প্রসূতি। সতি, গৃহে যাও, মা আমার ;
কথা ক'ব তপস্বিনী সনে।

সতী। মা গো, ভোলা যদি ভুলে থাকে মোরে ?

প্রসূতি। দেবি, উপায় না দেখি আর।
শুন, তপস্বিনি,

যে হেতু এ স্বয়ম্বর আয়োজন ;—
কালি সভাতলে বিরিঞ্চি আইল,
রাজারে কহিল কন্যা দিতে মহাদেবে।
কি কব মা, অদৃষ্টের গুণ,—
শিবদ্বেষী মহারাজ,
কহে, মহা অনাচারী হর ;
স্বয়ম্বর করে আয়োজন
বিধিবাক্য করিতে খণ্ডন,
শিবে নিমন্ত্রণ নাহি দিল দক্ষপতি।
হায়! বিধি-লীলা কে বুঝিতে পারে?
কন্যা মোর উন্মত্ত হরের তরে,
বালিকা ব্যাকুলা পতি-আশে !
মা গো, কাঁপে কায় তনয়ার দশা ভাবি।
রাজা যদি শোনে—হর বর চাহে সতী,
সতী সনে তখনি পাঠাবে বনে !
যদি পতি-পদে থাকে মোর মতি,
মোর গর্ভে সতী—
মহেশ্বর বিনা,
বরমাল্য নাহি দিবে অন্যজনে ;
ক্রোধে রাজা সতীরে ত্যজিবে। সতীর মূর্চ্ছা
এ কি! এ কি! সতি! সতি!
তপস্বিনি, দেখ গো কি হ'লো !

তপস্বিনী। (কর্ণমূলে) উঠ সতি, ডাকে তোর দিগম্বর।

সতী। (বিভোর অবস্থায়) কোথা হর? মা গো,
গিয়েছিনু—গিয়েছিনু তনু ত্যজি—
ধবল-শিখর—শিব-নিন্দা নাহি তথা।

প্রসূতি। দেবি, কি আছে অদৃষ্টে মোর?

তপস্বিনী। সকলি হইবে শুভ ভেব না, মহিষি!
ভেব না কন্যার তরে;
গৃহে চল কন্যা সাজাইতে।

প্রসূতি। দেবি, আশ্বাসে তোমার বাঁধি প্রাণ;
পুণ্যবলে পেয়েছি তোমার দেখা।

তপস্বিনী। এস, সখি, আজি স্বয়ম্বর দিন—
আজি পাবি দিগম্বরে।

সতী ও তপস্বিনীর প্রস্থান

প্রসূতি। 'সখি!'—কে এ তপস্বিনী?
ভৃগু-পত্নী কহিল অশেষ গুণ।
হেরি ছবি স্নিগ্ধ হয় প্রাণ,
কথা সুধা করে বিতরণ।
শুনিয়াছি, সতীর বিবাহে
মায়া আসিবেন ভবে;
এই কি সে মহামায়া তপস্বিনী-বেশে!
অকস্মাৎ কোথা হ'তে এলো বামা?
হায়! শুভ হয়, তবে বুঝে মন। প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

স্বয়ম্বর সভা

ব্রহ্মা, নারদ, দক্ষ, মন্ত্রী ও দেবগণ আসীন

নারদ । সতী নামে রাজার কনিষ্ঠা সুতা,
স্বয়ম্বরা হবে আজি ;
বর-মাল্য যার গলে দিবে,
কন্যা তারে অর্পিবেন দক্ষরাজ ।
সাক্ষ্য হও, হে দেবসমাজ,
নিজ পতি বাছি লবে সতী ।

দক্ষ । শুন, শুন, সভাস্থ সকলে,
কন্যা মম অতুলনা ধরামাঝে ;
যার গলে বর-মাল্য দিবে,
জামাতা সে হবে মোর ।
হের, হেমাঙ্গিনী চম্পকবরণী,
সভামাঝে নন্দিনী আসিছে ।

ব্রহ্মা । দেখ চেয়ে, দেখ দেবগণে,
কিরূপে মা ক্ষীরোদবাসিনী
শিব-সীমন্তিনী বিরাজেন দক্ষপুরে !

সতীর প্রবেশ

দেখ, দেখ রে নয়ন ভরি,
কৃপাময়ী করুণা বিস্তারি'
আধ হাসি' আদরে সন্তানে !
হের, মহামায়া সদয়া আপনি,—
অবনী রাখিতে, শিবে বিমোহিতে,
জীবে দিতে পরিত্রাণ,
দেহ-পাশে বদ্ধ সনাতনী।
স্বয়ম্বরে ডাক রে 'মা' ব'লে।

সকলে। জয় জয় জগত-জননী !

দক্ষ। আজি দক্ষপুরে স্বপনের অধিকার !
বিরিঞ্চির বুঝহ বিচার।
এ কি, দেবগণ জ্ঞানহত !
দুগ্ধের কুমারী,—
'মা' ব'লে ডাকিছে তিনলোক !
পদ্মযোনি, সত্য মায়া উদয় সংসারে ;
নহে,
কি প্রভাবে ভুলাইলে এ দেবমণ্ডলে ?
বুঝিয়াছি বাসনা তোমার,—
লিপি পূর্ণ করিবে কৌশলে।
ভুলাইতে ছলে এ দেবমণ্ডলে,
কহ কন্যা 'ক্ষীরোদবাসিনী'।

সত্য মানি তব বাণী—
তিনলোক জননী কহিছে ;
কিন্তু তব না পূরিবে মনস্কাম—
নিমন্ত্রণ নাহি দিছি হরে ;
জেনো স্থির, শিব হেতু নহে কন্যা মোর।
শুন পুনঃ সভাস্থ সকলে,—
যার গলে তনয়া অর্পিবে হার,
হোক হীন, হোক নীচাচার,
কদাকার কিম্বা হীন জাতি কিবা,
তারে কন্যা করিব অর্পণ।
কে জননী ক্ষীরোদবাসিনী ?
দেখ চেয়ে দুহিতা আমার।
বিরিঞ্চির বোলে
মাতৃভাব উদয় যাহার,
স্বয়ম্বরে তার নাহি প্রয়োজন।
সতি, মা আমার, কর মাল্যদান
যারে তোর লয় প্রাণ।
নাহি ভয়, যে হয় সে হয়,
আদরে রাখিব দক্ষপুরে।

সতী। পিতা, কোথা তুমি ?
হের, হেরি শূন্য সব—
বিনা ভোলানাথ মোর।

কোথা হর—কোথা দিগম্বর ?
বরমাল্য পর গলে ;
কৃপা কর প্রমথ-ঈশ্বর,
পুনঃ হার ধর গলে ;
বিল্বমূলে দিয়েছি হে একবার,
ধর হার, লহ হৃদয় আমার।
কোথা ভুলে আছ, ভোলানাথ ?
মালা ধর, হর—প্রাণেশ্বর !

মাল্য দান ও মাল্যের শূন্যে অন্তর্দ্ধান

দক্ষ। নহে দিবা—নিশ্চয় রজনী !
বারিপাত্র দেহ মোরে।
দেখ চেয়ে, দক্ষপুরে পিশাচ নামিছে।

মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া প্রমথগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ
মহাদেবের সতীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে।
আয় সবাই মিলে, ডাকি 'জয় মা' ব'লে ॥
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলী মেয়ে,
কত রাঙা মা, ওরে দেখ রে চেয়ে ;
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছি রে, আমরা মায়ের ছেলে ॥

মহাদেব। সতি, সতি, পর এ ধুতুরা-হার।
ব্রহ্মা। পুলকে দেখ রে তিনলোক,
শিব-শক্তি ধরামাঝে!
হবে ভবে প্রজার রক্ষণ,
হৈমবতী আপনি জননীরূপে।
দক্ষ। লিপি পূর্ণ হৈল, ধাতা, তব।
ভাল হ'ল, মিটিল জঞ্জাল,—
প্রজা রক্ষা হবে ভবে
আপনি কহিলে।
এবে দক্ষপুরে কার্য্য বাকী কিবা?
ব্রহ্মা। বৎস,
তব ভাগ্য বর্ণনা না হয়,
আছ তুমি মায়া-বলে বিস্মৃত সকলি
মহামায়া কন্যা-রূপে ঘরে,—
তপ-ফলে পাইলে কুমারী
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী,
মায়ার বন্ধন বিনা সৃষ্টি নাহি রয়,
তাই মাতা উদয় তোমার গৃহে।
দক্ষ। হর বর তার শুনিতেছি কয় দিন।
ব্রহ্মা। প্রত্যক্ষ দেখিছ, তাত!
দক্ষ। ধাতা!
সঙ্ঘটন সকলি তোমার,

কিন্তু তব কার্য্যে—
মহাকার্য্য ফলিবে আমার।
স্বার্থশূন্য দক্ষ প্রজাপতি
প্রচার হইবে ভবে,—
ধাতা, আজি হ'তে মমতা করিনু ছেদ।
হে সচিব,
সম্প্রদান-আয়োজন করহ সত্বর,
পণে বদ্ধ সভামাঝে আমি।

দক্ষের প্রস্থান

প্রমথগণের গীত

খাম্বাজ—কাওয়ালী

আয়, জবা আনি, নইলে কি দিব পায়?
সোণা সাজে না রে মা'র রাঙা গায়!
দেখ রে বাবার যেমন, তেম্‌নি মায়ের চরণ,
তেম্‌নি রাঙা, তেম্‌নি মনের মতন;
আয় রে 'মা' ব'লে চরণে লুটাবি আয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ ও প্রসূতি

দক্ষ। রাণি,
আজি হ'তে সতী নামে কন্যা নাহি তব ;
কৈলাস-শিখরে নাহিক তনয়া আর—
তথা মাত্র শত্রুর আবাস।
হা ধিক্,
হেন অপমান ছার দুহিতার হেতু !

প্রসূতি। মহারাজ, অবলারে করহ মার্জনা ;
এ দারুণ শেল হৃদে কেন হান, প্রভু ?
সতী মম অন্তরের সার।

দক্ষ। যদি প্রভু তব,
আজ্ঞা মম নাহি কর হেলা,—
দক্ষগৃহে
সতী নাম কেহ নাহি করে আর।

প্রসূতি। নাথ, সতী অতি দুখিনী আমার,
কেন তারে হও বাম ?

দক্ষ। ইচ্ছা মম।
কেন ? কেন বাম—
জিজ্ঞাসিতে—
কে দিয়েছে অধিকার, রাণি ?
আমি—স্বামী, রাজা, মান্য মম।

প্রসূতি। প্রভু, প্রভু, ব'ধ না দাসীরে।

দক্ষ। রাণি, আছে কি স্মরণ,
গর্ভে ধ'রে সতীরে তোমার
ক'রেছিলে কত ভাণ ?
নিত্য তুমি দেখিতে স্বপনে,
দেবগণে পূজে তব গর্ভস্থ কুমারী !
পরিচয় তা'রি,
দেবসভা-মাঝে বিদ্যমান !
ছি, ছি,
ভাঙড়ে করিল অপমান !

দক্ষের প্রস্থান

প্রসূতি। হা সতি ! হা মা আমার !
মা গো, তুমি জনম-দুখিনী।
ও মা, মা আমার,—
আহা ! আহা ! কি হ'ল—কি হ'ল ? মূর্চ্ছা

সতী-ছায়ার আবির্ভাব

সতী-ছায়া। কেন কাঁদ মা আমার ?
নহি ত দুখিনী আমি,—
রাজরাজেশ্বরী।

অদৃশ্য হওন

প্রসূতি। মা, মা, কোথা যাও ?
এ কি স্বপ্ন ?
হা দগ্ধ হৃদয় !
হা সতী মা আমার !—
ও মা, মার প্রাণে নাহি সহে আর।
দেখা দে মা জনম-দুখিনী।
আহা, মহারাজ,
কেন হেন হইলে নির্দয় ?
যাই পুনঃ,
কাঁদিব পতির পদে মিনতি করিয়ে।
ও মা ! সতী বিনা কেমনে জীবিত রব !

তপস্বিনীর প্রবেশ

দেবি, প্রণমি চরণে তব।
ও গো সর্বনাশ মম,—
রাজা কহে সতীরে ভুলিতে।
ও গো কঠিন নৃপতি !

বিবাহের দিনে বিদায় দিয়েছি মাকে !
গলা ধ'রে কাঁদিতে কাঁদিতে,
গেছে বাছা কৈলাস-শিখরে ।
ও গো, আনিব আবার ব'লে বার বার
ভুলায়েছি সতীরে আমার ;
সে সতীরে কেমনে গো ভুলে র'ব ?

তপস্বিনী । রাণি, ঘটিতেছে মতিভ্রম মম,—
আচম্বিতে কেন জ্বলে নির্ব্বাণ-অনল ?

প্রসূতি । ওগো,
ভাল মন্দ নাহি জানে ভোলা ;—
ভাল মন্দ বলিল কি দক্ষরাজে,
ক্রোধে রাজা চাহে তনয়া করিতে ত্যাগ !
ও মা, মা'র প্রাণে কত সহে ?
সতী চিরদুখিনী আমার !
ভগবতি, সাধি গো চরণে তব,—
চল দোঁহে যাই রাজার সদনে ;
দোঁহে মিলি বুঝাইব ।

তপস্বিনী । রাণি, না হও উতলা,
প্রের চেড়ী কৈলাস-সদনে
আনিতে সতীরে তব ।

প্রসূতি । কি কব গো ভগবতি ?
দক্ষপতি ত্যজিবে আমারে,

যদি সতী নাম আনি মুখে।
সতীরে কেমনে গো আনি পুরে?

তপস্বিনী। শুন রাণি,
সতী বিনা উপায় না হবে।
কহি শুন, দেখেছি যা ধ্যানযোগে,—
যেন মহাযোগে মত্ত মহেশ্বর;
দেব নর, সভয় অন্তর,
করে স্তুতি চৌদিকে ঘেরিয়ে সবে।
যেন মহাপ্রলয় উদয়;
কোলাহলে বেতাল ভৈরব নাচে;
সতী এলোকেশী,
উন্মাদিনী হাড়মালা গলে,—
'শিব শিব' মহারব মুখে;
ধায় মহাপ্লাবন গর্জিয়ে
ক্ষীরোদ-সাগর হ'তে!
শঙ্কায় শিহরি—
ধ্যান ভঙ্গ হৈল মোর!
প্রজাক্ষয় লক্ষণ এ সব।
হের যোগাযোগ,—
প্রজাপতি হৈল পুনঃ মহেশ-বিরোধী,
তাই কহি সতীরে আনিতে।

প্রসূতি। ভগবতি!

মুগ্ধপ্রায় বুঝিতে না পারি কিছু।
কি কহিলে ?
উন্মাদিনী সতী মা আমার ?
ওগো, মা'র প্রাণে কত সহে ?

তপস্বিনী। রাণি, প্রের শীঘ্র সতীরে আনিতে।

প্রসূতি। দেবি, পতি-আজ্ঞা নাহি মম,
স্বেচ্ছাচারী কেমনে হইব ?
তাই করি মিনতি চরণে,
দোঁহে মিলি বুঝাইব মহারাজে।

তপস্বিনী। সন্দ মনে হয় সবিশেষ,
আছে কোন নিগূঢ় কারণ ;
নহে, অকস্মাৎ
উদ্দীপন দ্বেষ কিবা হেতু ?

ভৃগু-পত্নীর প্রবেশ

ভৃগু-পত্নী। ভাল হ'ল, তপস্বিনী দেবী হেথা !
রাণি, ভেবে মম অন্তর আকুল—
হুলস্থুল হৈল আজি যজ্ঞস্থলে,
শিব সনে বিবাদ করিল দক্ষরাজ।

প্রসূতি। কেন, কেন ? কি হইল সখি ?

ভৃগু-পত্নী। মন্ত্রণা করিয়া মুনি বৃহস্পতি সনে
কৈল যজ্ঞ-আরম্ভন,
দেবগণে আইল মিলি যজ্ঞভাগ-হেতু ;—

প্রজাবৃদ্ধি যজ্ঞের কল্পনা।
হেনকালে আইল দক্ষরাজ,
দেবের সমাজ সম্ভ্রমে নমিল সবে—
মহাদেব প্রণাম না দিল।

প্রসূতি। বুঝি অন্যমনে ছিল বাছা মম ?
ভোলামন ভোলানাথ।

তপস্বিনী। রাণি, অন্যমন নহে ভোলানাথ,
ত্রিভুবনে হেন শক্তি কা'র
মহারুদ্র নমস্কার সহে ?

প্রসূতি। তার পর ?

ভৃগু-পত্নী। দক্ষরাজ ক্রোধে গালি দিল শিবে ;
শিব গেল কৈলাস-আলয়ে ;
নন্দী কটু কহিল রাজায়,
রোষে রাজা ত্যজিল সে সভাতল !

প্রসূতি। বুঝিলাম দৈব-বিড়ম্বনা,
হা সতি !
হা মা আমার !
চাঁদমুখ আর কি দেখিব তোর ?

ভৃগু-পত্নী। রাণি, না হও উতলা ;
বুঝাও রাজায়,
বিবাদ না করে শিব সনে।

প্রসূতি। কি বুঝাব আর !

নাহি জান দক্ষরাজে, সখি,
কোন কথা না মানিবে।
হায়, না জানি গো কি আছে কপালে !

ভৃগু-পত্নী। বার্তা দিতে ভয় বাসি, রাণি !
নন্দী দেছে অভিশাপ—
ছাগমুণ্ড হবে বলি' ;
অলঙ্ঘ্য সে শৈবের বচন—
কহিল আমারে মুনি,
শিবপূজা উপায় কেবল।

প্রসূতি। হা সতি ! হা সতি ! মা আমার !
হা বিধাতা ! এত লিখেছিলে ভালে ?
অবলায় অকূল সলিলে ভাসাইলে !

তপস্বিনী। তাই কহি রাণি,
সতী বিনা উপায় না দেখি।

প্রসূতি। মা গো, আমি দাসী ভূপতির ;
স্বামী-বাক্য কেমনে করিব হেলা ?
যদি তাহে দোষী হই পায় ?

ভৃগু-পত্নী। কন্যারে আনিবে—
তাহে কিবা দোষ রাণি ?

প্রসূতি। সখি, ভেঙেছে কপাল ;—
অভিমানে তনয়ারে ত্যজেছেন রাজা ;
সতী নাম দক্ষালয়ে নিতে মানা !

ভৃগু-পত্নী। ভাল,
চল যাই তিনজনে বুঝাই রাজায়।

প্রসূতি। একে আর হবে তায় ;
অপমান রাজা না ভুলিবে।
কালি প্রাতে পাঠাইয়া দেহ মুনিবরে ;
পুরোহিত তিনি,—
করিব বিধান উপদেশ মত তাঁর।

ভৃগু-পত্নী। সাধ্যাতীত তাঁর,
ব'লেছেন মুনি মোরে।

প্রসূতি। হায়, দেবি, কি উপায় করি তবে ?

তপস্বিনী। শিবপূজা উপায় কেবল ;
চল, বিল্বমূলে শিবপূজা করি গিয়ে।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ ও মন্ত্রী

দক্ষ। হেন অপমান ছার তনয়ার হেতু—
স্বপনে না ছিল জ্ঞান!
করী-পদে অর্পিলাম সুবর্ণচম্পক।
নাহি জানি,
কি মোহিনী জানে সে ভাঙড়—
কন্যা মম বশ তার!
হা ধিক মোরে—
সভামাঝে নন্দী কহে কুবচন!
আহা,
কি সুখ্যাতি মম রটিয়াছে ত্রিভুবনে,
ভূতনাথ জামাতা আমার!
এত অহঙ্কার?
কোন্ গুণে দেববেব নাম?
ভাল, দিব প্রতিফল।

মন্ত্রী। দক্ষরাজ, শিব সহ দ্বন্দ্বে নাহি ফল।

দক্ষ। যাচি নাই মন্ত্রণা তোমার,

আজ্ঞা মম করহ পালন,—
মহাযজ্ঞ আয়োজন করহ সত্বর ;
ত্রিভুবনে হেন প্রথা করিব স্থাপন,
যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পুনঃ নাহি পায় শিব,
শিবহীন যজ্ঞ হবে ভবে।

অদূরে নারদের গীত

বেহাগ—চৌতাল

মদনমোহন মুরলীধারী, মুরহর রমারঞ্জন।
বঙ্কিম বনমালী শ্যাম, নববারিদ-গঞ্জন ॥
পঙ্কজ-অাঁখি পীতাম্বর,
নটবর কিবা চিকুর চাঁচর ;
দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু চিন্ময় ভয়ভঞ্জন ॥

মন্ত্রী। বুঝি আসিতেছে দেবর্ষি নারদ।

নারদের প্রবেশ

নারদ। মহারাজ, কিবা আজ্ঞা তব ?

দক্ষ। স্বচক্ষে দেখেছ তুমি ভার্গবের গৃহে
তিনলোক করিল প্রণাম,
অহঙ্কারে শিব না নমিল ;
হের নন্দী—সেও কটু কহিল আমারে ;—
বুঝিতে না পারি, এত দর্প কিসে তার ?

মাদক সেবায় ঢুলু ঢুলু আঁখি সদা,
কোন্ কার্য্যে অধিকার তার ?
কেন তারে পূজা দেয় লোকে ?

নারদ। মহারাজ,
ক্ষমুন সকলি তনয়ার মুখ চাহি।

দক্ষ। তনয়া আমার ?
মতিভ্রম হ'তেছে তোমার,
বিরিঞ্চির ছলে শ্মশানে দিয়েছি ডালি।
শুন যেবা মনন আমার—
এবে প্রজাপতি আমি ব্রহ্মার কৃপায়,—
যজ্ঞ আরম্ভিব ত্বরা প্রজাবৃদ্ধি হেতু ;
যজ্ঞভাগ শিবে নাহি দিব।

মন্ত্রী। ঋষিরাজ, এ কথা কি মন্ত্রণাসঙ্গত ?

দক্ষ। মন্ত্রি, ইচ্ছা মম শুনিতে মন্ত্রণা তব,—
যাব কি কুঠার-গলে কৈলাস-আলয়ে
প্রণমিতে জামাতার পায় ?
কিম্বা,
নন্দী-পদতলে লুটাইতে যুক্তি তব ?

মন্ত্রী। মহারাজ, হিত কথা বহে মন্ত্রিগণে।

দক্ষ। হিতাহিত চিন্তা নহে তব ভার ;
প্রজাপতি আমি,—
স্বেচ্ছা মম, মম যজ্ঞে শিবে না কহিব ;

যজ্ঞস্থলে পিশাচের সমাগম
যদি নাহি রুচি হয় মোর,
কিবা চিন্তা তাহে তব ?
যদি ঘ'টে থাকে পৈশাচিক মতি,
নাহি সাধি মন্ত্রিবর ;
যাও তুমি কৈলাস-ভবনে,
কিম্বা অন্য যথা অভিরুচি ;
শিব নাম যে আনিবে মুখে,
দক্ষালয়ে নাহি স্থান তার।

মন্ত্রী। প্রভু,
মার্জ্জনা করুন দোষ কিঙ্কর ভাবিয়া।

দক্ষ। এত চিন্তা কেন, মন্ত্রি, তব ?

মন্ত্রী। মহারাজ, ব্রহ্মা আদি দেবগণে
দেবদেব নাম দিল যাঁর,—
শিব মঙ্গল-আলয়,
প্রচার ভুবনময়।
যজ্ঞ তব প্রজা-স্থাপনের হেতু,
অশিব স্থাপনা নাহি হয়।

দক্ষ। মন্ত্রি, যথা জ্ঞান মন্ত্রণা তোমার ;—
কার্য্যফল কে করে লঙ্ঘন ?
যজ্ঞফলে প্রজাবৃদ্ধি অবশ্য হইবে।
হেন মনে লয় কি তোমার,

শিব আসি হবে বিঘ্নকারী ?
তিনলোকে হেন শক্তি কেবা ধরে
কার্য্যে বিঘ্ন করে মোর ?
মন্ত্রি, শঙ্কা নাহি ভাব মনে,
ব্রহ্মার বচনে প্রজাপতি আমি,
তিনলোক প্রজা মম।
সম্মান-বিভাগ
কে করিবে আমি না করিলে ;
স্বেচ্ছাচার শিবপূজা—
নাহি হবে লোকে আর।
হীন—অতি হীন
চিরদিন উচ্চ পদে না রহিবে।
যাও, আজ্ঞামত কর গিয়া আয়োজন !

মন্ত্রীর প্রস্থান

হে দেবর্ষি, পাণ্ডু গণ্ড কেন তব ?

নারদ।　ভাবিতেছি, মহাযজ্ঞ সমারোহ।

দক্ষ।　মহাকার্য্য বিনা মহাফল না সম্ভবে।

নারদ।　মহারাজ,
যজ্ঞস্থলে মহাদেব কেবা হবে ?

দক্ষ।　না রাখিব মহাদেব নাম।
শুন যেবা বাসনা আমার,—
যে নিয়মে চলিছে সংসার,

সে নিয়ম না রাখিব আর ;
অন্য প্রথা করিব প্রচার।
সৃষ্টি, স্থিতি—সংহারের
নাহি প্রয়োজন।
প্রাচীন নিয়ম—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় !
লয়কর্ত্তা শিব,
তাই মূঢ় মন্ত্রী এত ডরে তারে।
মম প্রথামতে,
সংহারের নাহি হবে প্রয়োজন,
অনন্ত এ স্থান,—
রহিবে অনন্ত প্রাণী সুখে।
ভার তব, দেবর্ষি নারদ,
ত্রিভুবনে দেহ সমাচার,
আজি হ'তে পক্ষান্তরে যজ্ঞ আরম্ভিব ;
না যাও কৈলাসপুরী।

নারদ। শিবহীন যজ্ঞ কথা কহিব সকলে ?

দক্ষ। অবশ্য কহিবে।
দুর্ম্মতি বশত যেবা যজ্ঞে না আসিবে,
স্থান তার শিবপুরে ;
প্রেতপুরে রবে চিরদিন।

নারদ। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মম ;
বিদায় এক্ষণে আমি। নারদের প্রস্থান

দক্ষ।　　ভাল, কি দুর্ম্মতি ঘটিল ধাতার ?
কেন এই সংহার-নিয়ম ?
সংহারের প্রয়োজন,
হেন সংস্কার কি হেতু জন্মিল ?
যেই সংহারের অধিকারী,
শিব নাম তার !
মৃত্যু হ'তে অশিব কি ভবে ?
শিবের শিবত্ব লব।
হায়—
কন্যার বৈধব্য নাহি সম্ভবে কখন'—
বিষপানে পাইল পরিত্রাণ।
ওহো !　অপমানে দহে প্রাণ।

ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ

পিতা, কি কার্য্যে পবিত্র দক্ষপুরী ?—
ঋষিবর,
দেখি, ব্রহ্মলোকে দেছ সমাচার,
অন্য কার্য্য আছে বহুতর ;—
কি কারণ পুনঃ আগমন ?
ব্রহ্মা।　　বৎস, নারদে ফিরানু আমি।
রাখ বাক্য,
শিবসহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।

সে নিয়ম না রাখিব আর ;
অন্য প্রথা করিব প্রচার।
সৃষ্টি, স্থিতি—সংহারের
নাহি প্রয়োজন।
প্রাচীন নিয়ম—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় !
লয়কর্ত্তা শিব,
তাই মূঢ় মন্ত্রী এত ডরে তারে।
মম প্রথামতে,
সংহারের নাহি হবে প্রয়োজন,
অনন্ত এ স্থান,—
রহিবে অনন্ত প্রাণী সুখে।
ভার তব, দেবর্ষি নারদ,
ত্রিভুবনে দেহ সমাচার,
আজি হ'তে পক্ষান্তরে যজ্ঞ আরম্ভিব ;
না যাও কৈলাসপুরী।

নারদ। শিবহীন যজ্ঞ কথা কহিব সকলে ?

দক্ষ। অবশ্য কহিবে।
দুর্ম্মতি বশত যেবা যজ্ঞে না আসিবে,
স্থান তার শিবপুরে ;
প্রেতপুরে রবে চিরদিন।

নারদ। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মম ;
বিদায় এক্ষণে আমি। নারদের প্রস্থান

দক্ষ। ভাল, কি দুর্ম্মতি ঘটিল ধাতার ?
কেন এই সংহার-নিয়ম ?
সংহারের প্রয়োজন,
হেন সংস্কার কি হেতু জন্মিল ?
যেই সংহারের অধিকারী,
শিব নাম তার !
মৃত্যু হ'তে অশিব কি ভবে ?
শিবের শিবত্ব লব।
হায়—
কন্যার বৈধব্য নাহি সম্ভবে কখন'—
বিষপানে পাইল পরিত্রাণ।
ওহো ! অপমানে দহে প্রাণ।

ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ

পিতা, কি কার্য্যে পবিত্র দক্ষপুরী ?—

দেখি, ব্রহ্মলোকে দেছ সমাচার,
অন্য কার্য্য আছে বহুতর ;—
কি কারণ পুনঃ আগমন ?
ব্রহ্মা। বৎস, নারদে ফিরানু আমি।
রাখ বাক্য,
শিবসহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।

দক্ষ পিতা,
যোগ্য যেই, দ্বন্দ্ব করি তার সনে।
প্রজার শাসন রাজার অবশ্য ক্রিয়া ;
প্রজাপতি মান্য চিরদিন—
প্রাচীন নিয়ম তব ;
সে নিয়ম করিব পালন।

ব্রহ্মা বৎস, ধরহ বচন,
ত্যজ অভিমান ;
মহারুদ্রে নাহি কর অবহেলা।
রুদ্রদেব প্রণাম করিলে
মুণ্ড তব না রহিত।

দক্ষ। বুঝিলাম,
প্রজাবৃদ্ধি নহে তব অভিমত ;
কিম্বা, বিধি,
নাহি জান সন্তানের তপোবল ;
হ'লে প্রয়োজন,
অগণন পঞ্চানন স্বজিবারে পারি ;
কিন্তু মম মতে সংহারে কি কাজ ?
সৃষ্টি-স্থিতি, অহংজ্ঞানে উন্নতি সাধন।

ব্রহ্মা লয় নিবারণ ?
হেন যুক্তি কে দিল তোমারে ?
লয় বিনা উন্নতি না হয় ;

অধোগতি উন্নতি বিহনে,—
অমঙ্গল ফল তার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী,—
ক্ষীরোদবাসিনী প্রসবিল তিন জনে,
আমি, বিষ্ণু, হর ;
"তপ, তপ, তপ" হইল আকাশবাণী ;
তিন জনে
মুদিত-নয়নে বসিলাম ধ্যানে,
মহার্ণবে ভেসে এল শবদেহ—
পূতিগন্ধে বিষ্ণু পলাইল ;
চতুর্ম্মুখ হইল আমার—
চারি দিকে ফিরাতে বদন
গন্ধ-নিবারণ হেতু ;
অবিকার পঞ্চানন ধরিল শবেরে।
মহাশক্তি শব-বেশে,—
করিল আসন তায় ;
অকস্মাৎ শূন্যে হৈল মহাদেব নাম।
জগদ্‌গুরু মহাদেব ;
সনাতন পুরুষ-প্রধান,
স্বেচ্ছায় প্রকৃতি যাহে দিল আলিঙ্গন।

দক্ষ। যোগ্য যদি নহি, পিতা, প্রজার বর্দ্ধনে—
কেন দিলে প্রজাপতি নাম ?

এবে প্রজাবৃদ্ধি ভার মম।
শিব সনে দ্বন্দ্ব নাহি করি ;
অন্য যোনি ভেদাভেদ
প্রেতযোনি সনে—
এই মাত্র বাসনা আমার।

ব্রহ্মা। হর, হর, হর! প্রেতযোনি মহাদেব!

দক্ষ। পিতা, নহে এ নিভৃত স্থান,
শিবপূজা-যোগ্য স্থান নয়।

ব্রহ্মা। শিবদ্বেষে হবে সর্ব্বনাশ।
ধর উপদেশ,
বিহিত করহ ত্বরা ;
চিন্ত মনে—মহারুদ্র বৈরী তব,
মহাশক্তি বিরূপ তোমার।
ধ্যানচক্ষে নেহার কারণ-বারি ;—
জ্বলে বহ্নি মহার্ণব মাঝে,
লয়কালে জ্বলে এ বাড়বানল!

দক্ষ। জড় প্রকৃতির ডর তব
বিধিমতে, ধাতা!
তব প্রথামতে ভাঙড়ে দেবত্ব-দান!
উচ্চ বিধি, আপন সম্মান,
পরীক্ষিতে আছে সাধ,
যাহে সদাচার পাইবে সম্মান,—

স্বেচ্ছাচার রবে হীন।
জড় কারণ-সলিলে বহ্নি জ্বলে,—
ভয় কিবা তাহে, চতুর্ম্মুখ ?
জড় চেতন অধীন চিরদিন।
তপোবলে অনল জ্বালিব,
যাহে হবে লয় কারণ-সলিল !—
কেন মুখ বিবর্ণ তোমার, ঋষি ?
যদি শঙ্কা হয় নিমন্ত্রণ দিতে,
অন্য জনে অর্পিব সে ভার।

নারদ। না, না, ভাবি,—
মহানল প্রজ্বলিত হবে তপোবলে।

ব্রহ্মা। বৎস, রুদ্র-কোপে সর্ব্বনাশ হয়।

দক্ষ। নিশ্চয় সে জ্ঞান না জন্মিবে হৃদে, ধাতা !

ব্রহ্মা। রক্ষা কর বাক্য মম।

দক্ষ। পিতঃ ! সঙ্কল্প না ভঙ্গ হবে মোর।
জামাতা আমার
নমস্কার না করিবে মোরে,—
দণ্ড যদি নাহি দিই তার,
কালি পত্নী নাহি মানিবে বচন।
ভাবিছ হুতাশ, কারণে অনল হেরি ;—
ভেবে দেখ মনে, সৃষ্টি হবে ছারখার,
প্রভুত্ব হারালে স্বামী।

বহ্নি কারণ সলিলে,
বজ্র পুরন্দর-অস্ত্রাগারে,
চক্র বিষ্ণু-করে,—
তাহে কি ডরায়, পিতা,
অহংজ্ঞানী জনে ?

ব্রহ্মা। অহঙ্কার কর তুমি যেই শক্তি-বলে,
সেই শক্তি দুহিতা তোমার ;
তনুত্যাগে মহাশক্তি যাবে তোরে ছাড়ি ;—
শিবনিন্দা শক্তি নাহি সয়।

দক্ষ। মহাশক্তি আমার অঙ্গজা ?

ব্রহ্মা। শুন তত্ত্বকথা,—
মিলি তিন জনে
কত তপোবলে তুষ্টা হৈল মহাদেবী,
তাই সতীরূপে আইল ধরণীতল,
নহে, সৃষ্টি না হ'ত স্থাপন।
দেখিয়াছি বার বার করিয়া কল্পনা,
শিব-শক্তি সম্মিলন বিনা
সৃষ্টি—স্থিতি নাহি হয়।

দক্ষ। ভাল, বিধি, কন্যারে করিব পূজা ?

ব্রহ্মা। সবাকার পূজ্য কন্যা তব।

দক্ষ। প্রভু, অপরাধ করুন মার্জ্জনা ;—
যজ্ঞকার্য্যে র'য়েছি ব্যাপৃত,

কন্যাপূজা বিধি ল'ব পরে।—
যাও, আজ্ঞা পাল, ঋষিরাজ!
ভগবান্,
আমা হ'তে শিবপূজা নাহি হবে;
ভাঙড়ের অপমান নাহি সব।
ধিক্, প্রমথ কহিল কুবচন!

দক্ষের প্রস্থান

ব্রহ্মা। মাতা ক্ষীরোদবাসিনি,
না জানি গো কিবা মনে আছে তোর!
অকৃতি সন্তান,
সৃষ্টিভার সম্ভবে কি তার?
মা গো, সদয়া হইয়ে
দেহ ধরি আপনি এসেছ, সতি!
শক্তিরূপা, হ'তেছি চঞ্চল;
অশিব লক্ষণ,
হেরি, মাতা, চারিদিকে;
কি শক্তি আমার—ক্ষুদ্র চতুর্ম্মুখ আমি,
প্রবল ঘটনা-স্রোত করিব বারণ—
মম বিধি অতিক্রমি' ধায়?
উপায়, মা, করুণা তোমার।

দৈববাণী। বৎস!
সতীদেহ-ত্যাগ প্রয়োজন।

সতীত্ব বিহনে,
ধরাধামে না হবে আনন্দলীলা।
মম তনুত্যাগে সতীত্ব শিখিবে নারী,—
প্রেমডুরি সৃষ্টির বন্ধন।

নারদ। ভগবান্, কিবা আজ্ঞা মম প্রতি ?

ব্রহ্মা। শুনিলে আকাশবাণী,
কারণ-সলিল স্রোতে ভাসে ;—
দক্ষ-আজ্ঞা করহ পালন।
ধন্য নন্দী, ধন্য শিবদূত,
অলঙ্ঘ্য বচন তব ;—
ছাগমুণ্ড দক্ষের নিশ্চয় !

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

তপস্বিনী, প্রসূতি ও ভৃগু-পত্নী আসীনা

প্রসূতি ।— গীত

সাহানা বাহার—যৎ

ওহে হর, বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়,
আকুলা অকুলমাঝে, রাখ ভোলা, রাঙ্গা পায় !
না জানি এ বিসম্বাদে ফেলিবে কি পরমাদে
প্রাণ কাঁদে—
শঙ্কর, সঙ্কটে তার, অঙ্গনা আশ্রয় চায় !

তপস্বিনী । রাণি, দু'টি শিবপূজা বাকী আর ;
পূজা-অন্তে—
সদাশিব অবশ্য উদয় হবে,
বর লবে পতির কল্যাণে ;
একমনে পুনঃ কর পূজা ।

প্রসূতি । মা গো, নাচে কেন দক্ষিণ নয়ন !

তপস্বিনী । নাহি ভয়,
শত-অষ্ট শিবপূজা ফলে—

কোন' বিঘ্ন নাহি হবে ;
পূজা কর এক মনে।

দক্ষের প্রবেশ

দক্ষ। (স্বগত) দৈব—দৈব !
কাপুরুষ দৈবের অধীন ;
যোগবলে দৈব করি জয়।
সতী মৃতকন্যা মোর ;—
সতী হারাইব,
পদ্মযোনি দেখাইল ভয় ;
সে মমতা ক'রেছি ছেদন।
অপমান অঙ্গজা হইতে—
অঙ্গচ্ছেদ সতী মম।
বিরিঞ্চির জন্মিয়াছে মতিভ্রম—
আদ্যাশক্তি ভাঙড়ের ঘরে !
পল মম বহে যুগ সম,
যতদিন শিব-অপমান নাহি করি।

দক্ষের প্রস্থান

প্রসূতি।— গীত

বেহাগ-বারোঁয়া—একতালা

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে,
বব বম্ বব বম্ গালে বাজে।

রজত ভুধর, নিন্দি কলেবর,
শশাঙ্ক সুন্দর ভালে সাজে ॥
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল,
ফণী ফনফণা, জাহ্নবী কলকল
জটা জলদজালমাঝে ॥

দক্ষের পুনঃ প্রবেশ

দক্ষ। এ কি, শিবপূজা মম গৃহে!
ইন্দ্রিয় কি স্বকর্ম্ম ভুলেছে আজি?
এ কি, রাণি, স্বচক্ষে যা দেখি!

তপস্বিনী। দেবি, সর্ব্বনাশ—মহারাজ!

দক্ষ। রাণি,
তিনলোকে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার?

তপস্বিনী। মহারাজ!

দক্ষ। তপস্বিনি, রাজগৃহ নহে তব স্থান।
এ কি, পুরোহিত-জায়া!
রাণি, শিব-মন্ত্রে দীক্ষা কত দিন?

প্রসূতি। প্রভু, স্বামীর কল্যাণ
প্রাণপণে নারী যাচে।

দক্ষ। তাই,
প্রাণপণে যাচিতেছ পতি-অপমান!

প্রসূতি। অপরাধ ক্ষমা কর, প্রভু!

দক্ষ। ক্ষমা? সাধ্যাতীত মম।

যজ্ঞকার্য্য সস্ত্রীক উচিত ;—
যজ্ঞ-অন্তে কৈলাসে তোমার স্থান।

প্রসূতি। প্রভু, আমি পদাশ্রিতা তব।

দক্ষ। শিবাশ্রিতা, মমাশ্রিতা নহ তুমি।
ভাল, জিজ্ঞাসি তোমায়—
স্বহস্তে পার কি সব
জঞ্জাল করিতে দূর ?
অথবা দেখিবে,
মম পদে সে কার্য্য সাধন ?

সকলে। শিব, শিব, শিব !

দক্ষ। নারীবধ অনুচিত জ্ঞান
সর্ব্বদা না রহে, রাণি !

শিবলিঙ্গ লইয়া তপস্বিনী ও তৎপশ্চাৎ ভৃগু-পত্নীর প্রস্থান

তপস্বিনি, তপস্বিনি, পাবে প্রতিফল।
(রাণীর প্রতি) উঠ, চল নিজস্থানে ;
আজি হ'তে বন্দী তুমি,—
রাজ-আজ্ঞা ক'রেছ হেলন।

প্রসূতি। প্রভু, বন্দী পায় চিরদিন।

দক্ষ। রাণি, বুঝাইতে পার মোরে,
অভিমান ত্যজেছ কেমনে ?
অতি হীন তুমি,

নহে, ভাঙড়-ঘরণী
তব গর্ভে কি হেতু জন্মিল ?

প্রসূতি। মান, অহংকার—
সকলি তোমার পদে অর্পিয়াছি, প্রভু !
তুমি স্বামী, আমি ছায়া মাত্র তব !

দক্ষ। আজি তব অধিক বর্ণনা-ছটা ;
বাক্য—যথা কার্য্যের অভাব।

প্রসূতি। প্রভু, ক্ষমা কর অপরাধ।

চরণ ধারণ

দক্ষ। প্রসূতি,
রাজ-অঙ্গে কর নাহি কর দান,
আজ্ঞা পাল,' চল নিজ গৃহে।

উভয়ের প্রস্থান

৫

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-পুরী

মহাদেব ও সতী

সতী। কহ, নাথ!
কি হেতু কহিলে, "ধন্য ধন্য কলিযুগ"?
ক্ষুদ্র নর, অন্নগত প্রাণ—
রিপুর অধীন সবে;
রোগ-শোক-সন্তাপিত ধরা,
পন্থাহারা মানবমণ্ডল
ভীম ভবার্ণব-মাঝে।
কেন কহ, বিশ্বনাথ, "ধন্য কলিযুগ"?

মহাদেব। বুঝ, দেবি, কলিযুগে কৃপা তব কত!—
শুনিয়া বর্ণনা, চন্দ্রাননে,
বিকল অন্তর তব।
নাহি জানি তবে,
যবে 'মা' বলে তোমারে
ডাকিবে কলির নর,

ব্যাকুল অন্তর কত হবে, হৈমবতি !
ধন্য যুগ,
যাহে নাম-বলে মোক্ষধাম,
লভিবে কীটাণু-নরে।
যেবা তব শরণ লইবে,
অমরত্ব পাবে—
মম সম হবে মৃত্যুঞ্জয়,
কোলে তুলে লবে তারে, সতি !

সতী। বর তবে দেহ ভোলানাথ,
ত্রিশূল-আঘাত তারে কভু না করিবে
মা ব'লে যে ডাকিবে আমারে।

মহাদেব। আছে কি জগতে শক্তি, সতি,
মহাশক্তি বিরোধিতে ?

সতী। বিশ্বনাথ,
দীর্ঘশ্বাস কি হেতু ত্যজিলে ?

মহাদেব। সতি, না জানি কি আছে, তব মনে ;
তুরীয় তোমার লীলা !
সতি, তুমি অন্তরে বাহিরে,
হৃদপদ্মে তব রূপ ,—
সে রূপ বিরূপ কেন হেরি ?
কাঁদে প্রাণ অভিমানে—
হৃদপদ্মে ফিরে নাহি চাহে সতী।

কহ, হৈমবতি,
কোন দোষে দোষী দাস ?
কেন হৃদপদ্ম শূন্য জ্ঞান হয় ?
হের, বক্ষ বাহি বহে ধারা ;
তারা, হারাব কি তোরে আমি ?
কারণবাসিনি, তব মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম

সতী। বিশ্বনাথ, অত ভাঙ নাহি দিব আর।

মহাদেব। বিষপানে রহিল চেতন—
কৃপায় তোমার, দেবি !
এবে ভাঙে হই অচেতন—
কৃপার অভাব তব।

সতী। দাসী আমি, তব পদাশ্রিতা।
কেন, নাথ, লজ্জা দেহ ?
শিব, শিব, শিব,—
শিব মম দেহ প্রাণ,
শিবময় দু'নয়ন ;
শিব মম ধ্যান জ্ঞান,
প্রভু, তুমি মম হৃদয়-ঈশ্বর।
হেন বুঝি মনে, দাসীরে ঠেলিবে পায়,
তাই কহ কৃপার অভাব মম।
নাথ, হেন কথা আর নাহি কবে,
ব্যথা বড় পাব তাহে।

মহাদেব। 　সতি, তুমি সর্ব্বস্ব আমার !

সতী। 　বল নাথ,

ব্যথা নাহি দিবে মোরে আর ?

হেন কথা আর না কহিবে ?

মহাদেব। 　সতি,

ব্যথা দিব তোরে ?

ব্যথা পাই এ কথা শুনিলে।

তোমা বিনা অচেতন জড় আমি।

সতী। 　প্রভু, হ'ল তব যোগের সময় ;

যাই আমি আসন প্রস্তুত হেতু।

মহাদেব। 　হে যোগাত্মা,

যোগ-যাগ সকলই আমার তুমি।

সতীর প্রস্থান

নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ

কাফি-কানেড়া—কাওয়ালী

চাঁচর চিকুর আধ, আধ জটাজাল।

আধ গলে বনমালা দোলে, আধ হাড়-মাল ॥

আধ ভালে অলকা সাজে,

আধ ভালে চাঁদ বিরাজে,

নবজলধর, আধ কলেবর,

আধ শুভ্র রজত-শিখর,

পীত বসন আধ ছাদন, আধ বাঘ-ছাল ॥

নারদ। আশুতোষ, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।
মহাযজ্ঞ আয়োজন হয় দক্ষপুরে ;
মত্তমতি দক্ষ প্রজাপতি
চিরদ্বেষী তব,—
যজ্ঞের সংকল্প তার শিবত্ব বিনাশ,
যজ্ঞ-ভাগ তোমারে না দিবে, প্রভু !
অর্পিল আমারে ভার দক্ষ প্রজাপতি
নিমন্ত্রণ দিতে তিনপুরে ;
কিন্তু মম প্রাণ কাঁপে ডরে—
অশিব যজ্ঞের কার্য্য করিব কেমনে !
শুনিনু আকাশবাণী,—
ঘটনার ফলে দক্ষ-যজ্ঞ প্রয়োজন ;
কিন্তু ত্রিলোচন, তবু নহে সুস্থ প্রাণ,
শিব-অপমান যাহে কেমনে করিব ?

মহাদেব। হে নারদ, পালহ আকাশ-বাণী।
দক্ষ প্রজাপতি, তুমি অধীন তাহার ;
উচিত তোমার পালিতে আদেশ তা'র।
চিতা-ভস্ম মাখি, নিবাস শ্মশান—
মান অপমান কিবা মোর ?
গরল অশন, ভুজঙ্গ ভূষণ,
যজ্ঞ-ভাগে কিবা কাজ ?
নাচি প্রেত সনে,

যজ্ঞাসনে বসিতে না রাখি সাধ।
প্রেমে মত্ত থাকি মহাধ্যানে,
বিশ্বকার্য্য জঞ্জাল কেবল!
বসি ধ্যানে তিনলোকে করিয়া কল্যাণ,—
শিবত্ব যদ্যপি যায়।

নারদ। হয়, প্রভু, পরাণ আকুল;
হুলস্থুল কি হবে না জানি!
শিবহীন যজ্ঞ কি সম্ভব?

মহাদেব। কি সম্ভব, কিবা অসম্ভব—
জ্ঞানাতীত জেনো সার।
ইচ্ছাময়ী শক্তির প্রভাবে
কি ফল ফলিবে—কে পাইবে তত্ত্ব তার?
ইচ্ছায় সংসার, লয় বার বার,
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছার প্রভাবে;
ইচ্ছায় মহেশ, ব্রহ্মা, হৃষীকেশ,
সে ইচ্ছায় যজ্ঞ-আয়োজন—
শুন, তপোধন, হও সেই ইচ্ছাধীন।

নারদ। ভূতনাথ, শিব-অপমানে
অশিব ফলিবে ফল।
ভাবি, দেববেদ,
বুঝি সৃষ্টি হ'ল না স্থাপন,
না পূরিল ধাতার বাসনা।

ভাবি মনে, সৃষ্টি-কার্য্যে নাহি রব আর ;—
শিব-দ্বেষী সৃষ্টি, দেব, কেমনে রহিবে ?

মহাদেব। দ্বেষ নাহি স্পর্শে মোরে, ঋষি !
রহ কার্য্যে, কার্য্য বিনা নাহি পরিত্রাণ।
ইচ্ছায় তাঁহার,
হের কার্য্যে ব্যাপিত সংসার ,—
কার্য্য হেতু সৃষ্টি মম ;
সত্ত্ব, রজ, তম—ত্রিভাগ এ কার্য্য হেতু।
এক শক্তি অনন্ত আধারে—
কার্য্য করে অনন্ত আকারে ;
অহংকারে ভাবে আমি করি।
ত্যজ অহংকার,
নির্ব্বিকার কার্য্যে রহ রত ;
ফলাফল দেখি' কিবা প্রয়োজন ?
ফলে কার্য্য যেই শক্তিবলে,
ফলাফল কর তারে সমর্পণ।

নারদ। ভাবি প্রভু,
শিবহীন-যজ্ঞ আবাহনে
কে আসিবে যজ্ঞভাগ হেতু ?
আমিও বা যাইব কেমনে ?
কায়মনোবাক্যে, কার্য্যে কিম্বা পরিহাসে,
দেব-দ্বেষী যেই জন

কোথায় নিস্তার তা'র ?
না জানি, কি মায়া-ঘোরে
ফেলিবে দাসেরে দিগম্বর !
কোন মতে শঙ্কা, প্রভু, ঘোচেনা আমার।
আশুতোষ, হে অন্তর্য্যামি,
অন্তর বুঝহ মোর।

মহাদেব। শুন, ঋষি, আমি 'আমি' নই আর,—
মহা মোহে আচ্ছন্ন আমার প্রাণ।
যজ্ঞ-ফল সুধাও আমায় ?—
দৃষ্টি নাহি ধায়, শঙ্কায় শুকায় প্রাণ ;
নাহি জানি কি আছে সতীর মনে !
শিব নহি, শব আমি সতী বিনা।

নারদ। প্রভু, ক্ষমুন অধীনে—
মতিভ্রম ঘটে মোর।

মহাদেব। কার্য্যে যাও, না জিজ্ঞাস তত্ত্ব মোরে।
কি বুঝিবে মম প্রাণ বিকল কি ভাবে ?
যজ্ঞ পূর্ণ হইবে নিশ্চয়,
সামান্য সে নহে দক্ষপতি ;
যার তপে তুষ্টা ভগবতী
জন্মিলা তনয়ারূপে ঘরে !
তিনলোকে হেন শক্তি কা'র—
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তার ?

আমি শিব যে শক্তি-অধীন,
সে শক্তি-প্রভাবে যজ্ঞ করে দক্ষপতি।
যজ্ঞ হবে—যাবে অহংকার ;
প্রেমে—নহে অহংকারে, প্রজা রবে ভবে।
ভ্রমে দক্ষ ভাবে
অহংকারে রবে ভবে জীব,—
সে ভ্রান্তি ঘুচিবে—
প্রেমে রবে ধরা—যজ্ঞে হইবে প্রচার।

নারদ। যাই, প্রভু, দেবীর আদেশ ল'য়ে।

মহাদেব। কোথা, সতীর নিকটে ?
নাহি দেহ সমাচার,—
মনে পাবে ব্যথা সতী সুলোচনা মোর !
সতী যদি যজ্ঞ-কথা শুনে,
যাবে পিতৃস্থানে,
না মানিবে মানা মোর।
বিনা আবাহনে,
পতি-নিন্দা মহা অপমানে,
না রহিবে পতিপ্রাণা সতী।
শ্মশানে মশানে থাকি ভাঙপানে,
চিতা-ভস্ম গায়ে মাখি
ছিলাম সন্ন্যাসী—এবে গৃহবাসী,
স্বর্ণরাশি ভিখারীর ঘরে !

শুন, তপোধন,
হৃদয়ে আনন্দ-মূর্ত্তি নাহি দেখি আর ;
হেরি শূন্যাকার,
মম দৃষ্টি অধিক না ধায় ;
কি ফল ফলিবে ঘটনায়
দেখিতে না পাই আর,
আছি সতী-প্রেম-নীরে ডুবে।
চাই সতী—যায় বিশ্ব যাক্ ;
নাহি দেয় নাহি দি'ক যজ্ঞভাগ,—
ধুতুরায় উদর পূরা'ব,
ভিক্ষা করি সতীরে খাওয়াব,
বাঘ-ছালে—
আনন্দে শুইব সতীরে হৃদয়ে ধরি' ;—
মানা করি, সংবাদ দিওনা তারে।

নারদ। দেবদেব, পদাশ্রয় দেহ দাসে।
নির্ব্বিকারে বিকার হেরিয়ে
টুটে মোর দেহের বন্ধন।

মহাদেব। হে নারদ, কি বিকার অন্তরে আমার !
তপ, জপ বিফল সকলই,
ঠেলিতে না পারি অন্তরের ভার মোর।
হেরি, কোন মতে নারিব ফিরাতে
ঘটনা-প্রবাহরাশি ;

তবু প্রাণ চায়—হীন জন প্রায়,
কার্য্যফল বারিবারে !
সতি, সতি,
তুই রে সর্ব্বস্ব মোর !

সতীর প্রবেশ

সতী। ডাকিলে কি ভূতনাথ ?
মহাদেব। না না, হইয়াছে যোগের সময়,
যাব আমি যোগাসনে।
সতী। হে নারদ,
এতদিনে পিতার কি পড়িয়াছে মনে
দুখিনী তনয়া ব'লে ?
এসেছি কৈলাসপুরে বিবাহের দিনে,
সে অবধি তত্ত্ব নাহি মোর !
বসি এই বিজন প্রদেশে,
নাহি প্রতিবাসী, নাহি পুরজন,
একাকিনী থাকি সদা ;
কাঁদি কত বিরলে বসিয়ে
জনক-জননী স্মরি ;
হে নারদ, দক্ষপুরে কুশল সকলই ?
নারদ। মাতা, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।
মহাদেব। সতি, গৃহকার্য্য হ'য়েছে তোমার ?

সতী। কহ সত্য, নারদ, আমারে,
দক্ষপুরে কুশল সকলই ?
নারদ। দক্ষপুরে সকলই মঙ্গল।
সতী। তবে আসিতেছ পিত্রালয় হ'তে ?
মার্জ্জনা কি ক'রেছেন পিতা মোরে ?
মহাদেব। সতি, ভুলিবে কি প্রজাপতি—
বরিয়াছ ভিখারী ভাঙড়ে ?
সতী। পিতা মম নহে ত তেমন,
বড় কৃপা তাঁর মম প্রতি।
সুধাই, নারদ, ভুলেছেন অপরাধ ?
এস, ঋষি, অন্তঃপুরে,—
শুনিব সকল কথা।
নারদ। মাতা, আছে কার্য্য,
অন্যদিন আসিব কৈলাসে।
সতী। কি বিশেষ প্রয়োজন হেন ?
নারদ। না না, নহে কোন বিশেষ কারণ।
সতী। এস তবে অন্তঃপুরে।
নারদ। মাতা, যেতে হবে বহুদূর।
সতী। সত্য মোরে বল, ঋষিরাজ,
বুঝি মম পিতার নিষেধ
আসিতে কৈলাসপুরী,
ব্যস্ত তুমি সে হেতু যাইতে ?

বল সত্য, পিতার কি মানা ?
কন্যাদান-অপমান ঘোচে নি কি তাঁর ?

নারদ। না, না, এ কি কথা ?

সতী। সত্য কহ,
নহে, দক্ষালয়ে আপনি যাইব,
সুধা'ব পিতায়,
কিবা হেন দোষী তাঁর পায়,
তনয়ায় দেন জলাঞ্জলি ?
স্বয়ম্বরে বাছিয়া লইনু পতি,
নহি অন্য অপরাধী।
বল সত্য—
সুখে রবে মম আশীর্ব্বাদে ;
করি' মানা, কর না বঞ্চনা।

নারদ। কিবা নাহি জান, মাতা, অন্তর্য্যামী তুমি !
কহিতে না যুয়ায় বচন মম।
ভোলানাথ, পড়িনু সঙ্কটে !

সতী। এস,
প্রভু কি করেন মানা কহিতে বারতা ?
এস, ঋষি,
অন্যথা না কর বাক্য মোর।

সতী ও নারদের প্রস্থান

মহাদেব। কার্য্য-কারণের সূত্র কে করিবে ছেদ !

কালে—
কত হ'ল, কত গেল দক্ষ প্রজাপতি ;
সমভাবে সৃষ্টি স্থিতি লয়
চিরদিন হয়,
ভাবান্তর কভু নাহি তাহে।
তপ—তপ—তপ—
কত সৃষ্টি স্থাপন সময়
তপ কৈনু তিন জনে ;
কতই দেখিনু—কতই শিখিনু—
তবু মায়া না টুটিল।
এই শিব, এই পুনঃ শব,
এই সৃষ্টি, সৃষ্টির বিপ্লব—
এ মায়া বুঝিয়ে কেবা বুঝে !
কারণে ফলিবে ফল,
জেনে শুনে অন্তর বিকল—
চাহি কার্য্য করিতে বারণ !
মহাশক্তি-মায়া কেবা করে দূর ?
মৃত্যুঞ্জয়—সহিতে অনন্ত দুখ !—
সতি, সতি,
বেঁধে ডুরি মজালি আমারে !
সন্ন্যাসীরে কেন রে করিলি গৃহী ?

নারদ ও সতীর প্রবেশ

সতী। দেবদেব, যাব আমি পিত্রালয়ে,—
কোথা মহাদেব ?

নারদ। মা গো,
যজ্ঞের সংবাদ দিতে মানা ছিল মোরে,
ব'লেছি তোমারে ;
ডরে কাঁপে কায়, দেবি,
কি করেন দিগম্বর শুনি !

সতী। নাহি ভয়, কি দোষ তোমার ?
কর উপকার—
নিয়ে যাও পিত্রালয়ে মোরে,
আসিব প্রভুরে কহি।
কিম্বা যাও, নিমন্ত্রণ দাও তিনলোকে,
যাব আমি নন্দীরে লইয়ে।

নারদ। মা গো, মানা করি, কর' না বাসনা
পিত্রালয়ে করিতে গমন,
অহংকারে দক্ষ যদি করে অপমান ?

সতী। হে নারদ, আমি ভিখারীর নারী,—
মান অপমান কিবা মম ?
যাঁর মানে মানী আমি,
তাঁর মান টুটিবে ভুবনমাঝে—

মানে কিবা কার্য্য মোর ?
রহি একা বিজন শিখরে,
নাহি প্রতিবাসী, দাস-দাসী, পুরজন ;
বল্কল বসন, রুদ্রাক্ষ ভূষণ—
খেদ তাহে নাহি করি,
হেরি ত্রিপুরারি আপনা পাসরি,
পতি-প্রেম অতুল ঐশ্বর্য্য মোর !
তাঁর অপমান—
রাখিব এ প্রাণ, মনে নাহি দেহ স্থান।
আহা,
অবিরোধী ভূতনাথ—
নাচে গায় প্রমথের সনে,
অভিমান নাহি মনে ;
আশুতোষ নাহি জানে রোষ—
শত দোষ করিলে চরণে।
"হর—হর—হর" যেই বলে মুখে—
মহাসুখে কোল দেয় তারে ;
তুষ্ট তারে রুষ্ট কহে যেই।
জিজ্ঞাসিব পিতার সদনে,
কোন্ দোষে দোষী দিগম্বর।
স্বয়ম্বরে বরিলাম আমি,—
শিবের কি দোষ তাহে ?

হে নারদ, কুক্ষণে জনম মম;—
আমা লাগি, পতি সনে পিতার বিরোধ,
এ বিবাদ না ঘুচিবে জীবিত থাকিতে।
কি সুখে এ জীবন ধরিব?
জন্মিলাম পতি-অপমান হেতু!

প্রস্থান

নারদ। মা গো, রেখো পায় দীন জনে;
বহ্নি জ্বলে কারণ-সলিলে!

নারদের প্রস্থান

নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রবেশ

ভৃঙ্গী। কহ নন্দি, কহ সবিশেষ,
কি ভাবে ভবেশে হেরি—
রুদ্রমূর্ত্তি নেহারি শিহরি!
হের, স্তম্ভিত কৈলাসপুরী;
নাহি শিঙ্গা-ডমরু-নিনাদ,
বব বম্ নাহি বলে গালে ভোলা,
রজত-শিখর কুজ্ঝটিকাবৃত যেন!
ডরে শিরে জাহ্নবী-সলিল
নাহি করে কুলু কুলু ধ্বনি;
ফণিগণে নাহি ত্যজে শ্বাস;
বিভাবসু ভস্ম-মাঝে লুক্কায়িত!—
শঙ্কায় নারিনু চাহিতে বদন পানে;

প্রণমি চরণে পলায়ে আইনু ত্রাসে,
ভাল মন্দ না বলিল ভোলা ;
'ভৃঙ্গী' বলি ডাকিল না মোরে !
ভাই, কাঁদে প্রাণ,
ভোলা নাহি আদর করিল !

নন্দী। কহি শুন, দেখিনু যা আজি।
ক্ষুধায় আকুল গেলেম মায়ের কাছে,
দেখিনু কুটীরে,
অনেক যোগিনী সনে কথা কন মাতা।
কহে অপূর্ব্বা যোগিনী,—
শুনি বাণী স্তম্ভিত হইনু !
কহে অপূর্ব্বা যোগিনী,—
"মা, আমারে কত দিনে করিবি সঙ্গিনী,
দক্ষালয়ে কেন রেখে এলি ?"
ব্যগ্র হ'য়ে বুঝাইলা মাতা,—
"অল্পদিন—অল্পদিন বাছা,
যাব আমি মেনকার ঘরে ;
নিত্য পূজে মেনকা আমায়,
তথা তুই হইবি সঙ্গিনী,
কৈলাসে আনিব তোরে।"
ক্ষিপ্ত প্রায়—
মাতার চরণে কাঁদিয়া লুটিনু,

পা দু'খানি ধরিয়া কহিনু,
"মা, তোমারে যাইতে না দিব।"
হাসি মাতা,
চিবুক ধরিয়ে আদরে কহিল মোরে,
"কেন, নন্দি, কোথা যাব আমি?"
দেখি চেয়ে, নাহি সে যোগিনী;
হতবাণী, বার্ত্তা না বুঝিনু কিছু!
কাঁদি নিত্য, তোরে নাহি কহি।
বাবার এ ভাব—মা কহে 'যাইব';
বল, ভৃঙ্গি, কেমনে রহিব মোরা?
ভূতগণে চরণে কে দিবে স্থান!

ভৃঙ্গী। আয়, দোঁহে মিলি
করিব সে শক্তি-গুণ-গান,—
নাচিতে নাচিতে বাবা, আসিবে এখনি।

নন্দী। কণ্ঠে মম স্বর না যুয়ায়,
হুতাশে শুকায় প্রাণ!

ভৃঙ্গী। চল্ তবে যাই, ভাই, মায়ের সদনে;
কেঁদে বলি, "যেও না জননি!"
চল্, মাকে নিয়ে যাই বাবার নিকটে,
হাসিমুখ বাবার দেখিব।

নন্দী। দু'কথায় ভুলাবে জননী।
কতবার কত কথা ভাবিলাম মনে—

মা'র কাছে গেলে ভুলে যাই সব।

ভৃঙ্গী। ভাঙ খেয়ে যাস্ ভুলে তুই ;
আমি খুব কাঁদিতে পারিব।

উভয়ের প্রস্থান

মহাদেব ও সতীর পুনঃ প্রবেশ

সতী। পিত্রালয়ে যাব, ভোলানাথ,
দেহ মোরে পাঠাইয়ে।
যজ্ঞ তথা—শুনিনু নারদ-মুখে।
স্বচক্ষে দেখেছ, প্রভু, আসিবার দিনে—
গলে ধ'রে কত মোর কেঁদেছে জননী ;
আজও শুনি, কত কাঁদে মোর তরে ;
আমারে না হেরে,
দু'নয়নে শত ধারা বহে ;
মা আমারে কত ভালবাসে !
ভাবি দিন দিন, যাব মা'রে দেখিবারে ;
নিত্য ভাবি, বলি হে তোমারে,
ত্রাসে নাহি সরে ভাষ ;
দেখ, আশুতোষ,
কত দিন আছি এ কৈলাসে ;

মহাদেব। এ কি কথা কহ, সতি,
পিত্রালয়ে কেমনে যাইবে ?
যজ্ঞ তথা, নিমন্ত্রণ নাহিক কৈলাসে ;

আভাষে বুঝিনু,
সমারোহ মম অপমান হেতু।
শুনি, তপে তুষ্ট হরি—
চক্র ধরি রাখিবেন যজ্ঞ তা'র ;
যজ্ঞাহুতি বিধাতার ভার ;
ত্রিসংসার শিবে যজ্ঞভাগ নাহি দিবে।
আমি হে ভিখারী,
তুমি ভিখারীর নারী,
হেন যজ্ঞে কেন বা যাইবে ?
অপমান হবে—
নহে, পিত্রালয়ে যেতে নাহি করি মানা।

সতী। প্রভু, ত্রিসংসারে তব অপমান,
যজ্ঞভাগ না দিবে তোমারে,—
তবে কেন ভাব মম অপমান হেতু ?
নাথ, তব মানে মানী,
তোমা বিনা এ সংসারে নাহি জানি ;
নহি ভিখারিণী,
রাজরাণী কেবা মম সম—
পতি-প্রেম ঐশ্বর্য্য আমার !
যাব জনক-ভবন,—
পঞ্চানন, তাহে অপমান কিবা,
বিনা আবাহনে কিবা বাধে ?

মহাদেব। পতিপ্রাণা সতী তুমি সর্ব্বস্ব আমার,
অহংকারে দক্ষরাজ কত কথা ক'বে,
অভিমানী প্রাণে নাহি সবে তোর।
করি মানা, যেও না, যেও না,
কেন হরে কাঁদাইবি ?
তোরই তরে জটা ধরি শিরে,
ভস্ম মাখি তোর প্রেমে !
নাহি যোগ-যাগ, নাহি তপ-ধ্যান—
ধ্যান-জ্ঞান সকলই আমার তুমি !
শূন্য ত্রিসংসার, তুমি হ'লে অদর্শন।

সতী। যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়ে ;
সুধাব জনকে, কিবা তব অপরাধ।
যদি ভিখারিণী, তবু কন্যা তাঁর,—
কেন মোরে অনাদর ?
কেন তিনলোক-মাঝে
অপমান করেন তোমার ?
স্নেহে মম জনক ভুলিবে,
যজ্ঞভাগ দিবে,—
নিমন্ত্রণ আসিবে কৈলাসে ;
যাব, প্রভু, না কর নিষেধ !

মহাদেব। সতি,
কেবা শক্তি ধরে—অপমান করে মোরে ?

তুমি প্রাণ, তুমি মান অপমান,
ভোলার সর্ব্বস্ব তুই সতি !
ভাল হ'ল, ঘুচিল জঞ্জাল,—
না হ'বে যাইতে যজ্ঞভাগ ল'তে আর।
ভাল হ'ল, ঘুচিল বিশ্বের ভার ;
ভাল হ'ল, গেল ভবে শিবত্ব আমার।
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্ত রহিব,
যোগ-যাগ সকলি ছাড়িব,
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্তে করিব কেলি ;
বিশ্ব-হিত-ধ্যানে না রহিতে হ'বে আর।
বিজন কৈলাসে—তুমি রাণী, আমি রাজা,
লীলায় আনন্দে রব।

সতী। তুমি সাধে কি ভিখারী ?
বিশ্বকার্য্যে কেমনে রহিবে,—
ভাঙ্‌পানে মন তব।
হোক মেনে, বিশ্বনাথ,
কথা শুনিবারে ভালবাসি !
দিবানিশি রবে মম পাশে—
ভূত ল'য়ে কে নাচিবে ?
দেখেছি, দেখেছি,—
র'য়েছি কৈলাসে আমি,
নূতন ত নহে আজি।

যতক্ষণ রহ মোর পাশে,
সদা অন্যমন,
ভাব, কতক্ষণে যাইবে ভূতের দলে—
কুতূহলে নৃত্য হ'বে, হবে ভাঙ্পান !

মহাদেব। সতি, অন্যমন—নাহি কি কারণ ?
কেন তবে বল তুমি দক্ষালয়ে যাবে ?

সতী। প্রভু. ক্ষতি কিবা নাহি জানি।
চিরদিন আলস্য তোমার,
নারী হ'য়ে দিতে পারি যদি যজ্ঞভাগ,
অমত কি তব তায় ?

মহাদেব। সতি, নিত্য সুধাই তোমায়,
'ছাড়িবে না কভু মোরে ?'
নিত্য কহ 'ছাড়িব না।'
তবু মন নাহি বুঝে !
আজি ছেড়ে যেতে চাও—
কেন পাগলে কাঁদাও ?
গেলে তুমি আসিবে না আর।

সতী। কেন, নাথ,
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি ?
যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়ে,
অন্য কেন ভাব, প্রভু !
যাই, নাথ, ক'র না নিষেধ।

মহাদেব। যাবে যদি, কি হেতু সুধাও মোরে ?
কর যেবা অভিরুচি।

সতী। প্রভু, নাহি কর রোষ,
মানা নাহি কর যজ্ঞে যেতে,—
বল, "যাও যজ্ঞালয়ে।"

মহাদেব। কহি তোরে,
অন্তর শিহরে, যজ্ঞ-কথা মনে হ'লে—
পতি-অপমানে নিশ্চয় ত্যজিবি প্রাণ।

সতী। প্রভু, প্রাণ মম কঠিন পাষাণ হ'তে,
নহে, ত্রিসংসারে তব অপমান,
ছার প্রাণ এখনও রেখেছি ?
সতী নাম কেন দিল মাতা ?
পতি-ভক্তি এই কি আমার ?
যজ্ঞে যেতে মানা নাহি কর মোরে ;
যদি তব পদে থাকে মতি,
দেখিব কেমনে—
ত্রিসংসার মিলি হরে করে অপমান।
আজ্ঞা দেহ, যাব দক্ষপুরে।

মহাদেব। সতি, যেতে নাহি দিব তোরে।

সতী। কহি সত্য,
অন্ন-জল ত্যজিব কৈলাসে।

মহাদেব। অন্ন-পানি খাও বা না খাও,

কোন মতে যাইতে না দিব।

সতী। শুন, ভোলানাথ, মহা দ্বন্দ্ব হবে আজি।

যাব,—হাসিমুখে করহ বিদায়।

মহাদেব। হাসি মুখ রাখ নাই তুমি।

ইচ্ছা যদি যাও,—

আমি নাহি যাইতে কহিব।

সতী। নাথ,

ধরি পায়, ক'র না নিষেধ।

মহাদেব। ইচ্ছা, যাও ; মোরে না সুধাও।

চ'লে যাই, হ'ল আসি ধ্যানের সময়।

গমনোদ্যত

সতীর অন্তর্দ্ধান এবং কালী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

এ কি ভয়ঙ্করী করালবদনা,

লোল-জিহ্বা রুধির-মগনা,

গলিত-রুধির মুণ্ডমালা গলে বিলম্বিত !

মহামুণ্ড করে, রক্ত-স্রোত ঝরে,

খড়্গ ধরে, ভাসে রক্তধারে,

রক্তোৎপল দ্বিভুজ দক্ষিণে !

বিবসনা বিকট-দশনা ত্রিনয়না,

চন্দ্রখণ্ড শোভে ভালে !

কোথা যাব—কোথায় পলাব ?

অন্যদিকে পলায়নোদ্যত

তারা-মূর্ত্তির আবির্ভাব

ত্রাহি, ত্রাহি—
কে রে নব-নীরদবরণী,
ঊর্দ্ধজটা বিভূষিত ফণী,
লম্বোদরা বাঘাম্বরা ঘোরাননা,
পঞ্চ অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভালে!
অগ্নি ক্ষরে ত্রিনয়নে,
নৃমুণ্ডমালিনী, চতুর্ভুজা,
মুণ্ড-খড়্গ-খর্পর কমল সাজে!
রাখ পায়, সভয় মহেশ—
কোথা যাব, কেমনে পলাব!

অপরদিকে পলায়নোদ্যত

ষোড়শী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

পঞ্চ প্রেত' পরে কে বামা বিহরে—
রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না, শশিচূড়া,
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুশ, ধনুঃশর,
এলোকেশী, ভয় বাসি হেরি!

ভিন্নদিকে পলায়নোদ্যত

ভুবনেশ্বরী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

অম্বুজ-আসনা, ত্রিনয়না,
রত্নরাজী বিভূষণা,

রক্তবর্ণা,
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুশ বরাভয় !
কৃপা কর পাগল ভোলারে !
কোথা যাব—কেমনে পলাব ?

অন্যদিকে পলায়নোদ্যত

ভৈরবী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

অক্ষমালা, পুঁথি, বরাভয়
শোভিত মৃণাল চারিভুজে,
রক্তবর্ণ অমল কমলে,
মুণ্ডমালা দল দল দোলে,
মণিময় হার সনে !
এলোকেশী কে গো ভয়ঙ্করী—
রাখ গো পাগল ভোলা !

অপরদিকে পলায়নোদ্যত

ছিন্নমস্তা-মূর্ত্তির আবির্ভাব

ছিন্নমস্তা, ত্রিধারে রুধির ক্ষরে—
দুই ধারে পিইছে যোগিনী,
উলঙ্গিনী ছিন্নমুখে রক্ত খায় !
চন্দ্র-সূর্য্য বহ্নি ত্রিনয়নে,
শিশুশশী শিহরে কপাল-দেশে !
কে রে ভীমা রক্তোৎপল কায়,

বিপরীত রতি দলি পায়,
হরে ভয় দেখাও আসিয়ে !

অন্যদিকে পলায়নোদ্যত

ধূমাবতী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

ঘোর ধূমবর্ণা বৃদ্ধা কাকধ্বজ রথে !
বিস্তার-বদনা, পতিহীনা,
ক্ষুধায় আকুলা বিভীষণা,
কুলা করে, কাঁপে অন্য কর !
ত্রাহি, ত্রাহি—
রক্ষা কর দিগম্বরে !

অপরদিকে পলায়নোদ্যত

বগলা-মূর্ত্তির আবির্ভাব

শশাঙ্ক-শেখরী, ত্রিনয়না,
রত্ন সিংহাসনে,
পীতবস্ত্রা, পীতবর্ণা, কে রে বামা !
কে রে ভয়ঙ্করী,
জিহ্বা ধরি অসুরে মুদ্গরে বধ ?
শঙ্কায় আকুল প্রাণ মোর !

অন্যদিকে পলায়নোদ্যত

মাতঙ্গী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

রত্নসিংহাসনা, শ্যামা,
কর-পদ্ম খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ শোভে ;

বিধুমৌলী ত্রিনেত্রা,
অনল ক্ষরিছে তাহে—
রাখ হরে রাঙ্গা পায় !　　　　অপরদিকে [illegible]

মহালক্ষ্মী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

স্বর্ণবর্ণা, নলিনী-আসনা,
পদ্মদ্বয় বরাভয়-কর,
চতুর্দ্দন্ত শ্বেত মত্ত করী—
চারিদিকে রত্ন ঘট ধরি'
অমৃত বরষে শিরে।
হেরি' অন্তর শিহরে,
অপাঙ্গে নেহার বামা !

মহালক্ষ্মী।　যার তরে একার্ণবে শক্তির সাধন,
তার কথা করি অযতন—
কোথা যাও, মহেশ্বর ?

মহাদেব।　সতি, সতি !
কবে তোরে করিয়াছি অযতন ?　　মহালক্ষ্মী-মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান
এ কি, কোথা বামা নলিনী-বাসিনী !

সতীর প্রবেশ

সতি, সতি, কোথা ছিলে এতক্ষণ ?
হায়, ফুটিয়ে না ফুটে আঁখি মোর—
মায়া-ঘোর কেমনে ছেদিব !
মহামায়া আপনি করিছে ছল !

সতি, নিষেধ না করি আর,
যাও পিত্রালয়ে ;
কিন্তু ভুল’ না—ভুল’ না ভাঙড়েরে।
তব অদর্শনে
খ্যাপা তোর আকুল হইবে।
কি কহিব আর,
অন্তরের সার তুমি মম—
তোমা বিনা শব আমি।

সতী। নাথ, কেন এত মিনতি দাসীরে ?
তব আজ্ঞাকারী,
রহিতে কি পারি তোমা ছাড়ি ?
কেন ভাব, ভোলানাথ,
তব পদাশ্রিতা চিরদিন।

মহাদেব। আর ভুলা’ও না, আর ভুলিব না।
সতি, তোমা বিনা পলকে প্রলয়-জ্ঞান !
সতি, একান্ত কি ছেড়ে যাবি ?

সতী। হাসিমুখে আদেশ’ মহেশ !

মহাদেব। এস প্রিয়ে,—মনে রেখ’ ভিখারীরে।
নন্দি, নন্দি !—

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। কি আদেশ, দেবদেব !

মহাদেব। ওরে, সতী যাবে কৈলাস ছাড়িয়ে,—

আন রথ সাজাইয়ে।

নন্দী। বাবা, পায়ে ধরি, যাইতে দিও না ;
মা গেলে, মা ফিরিবে না আর।
ও মা, যাস্ নে গো ভূতগণে ফেলে।

ভৃঙ্গীর প্রবেশ

ভৃঙ্গী। নন্দি, পায়ে ধর, ভুলে যাস্ তুই,
মাকে যেতে দিস্ নে কথন'
ভূতগণে আদরে কে অন্ন দেবে ?

নন্দী। ও মা, কোথা যাবি ?
গেলে তুই আর না ফিরিবি,
ব'লেছিস্ যোগিনীরে,—
স্বকর্ণে শুনেছি আমি।
ও মা,
হ'য়ো না নিদয়া কুৎসিত তনয়গণে।
ও মা, তোমা বিনা
আঁধার কৈলাসে কে রবে, জননি, বল ?
বাবা আকুল হইবে, কে তারে বুঝাবে !
কেন গো নিঠুর হ'লি ?
ও মা, 'মা' ব'লে ডাকিব কারে, বল্—
ও গো, কারে ডেকে জুড়াব হৃদয়স্থল !
ও মা,
ভূতদলে পুত্র ব'লে কেবা মুখ চাবে ?

সতী। কেন নন্দি, কেন ভৃঙ্গি, ভাব অকারণ ?
খাদ্যদ্রব্য কত—
এনে দিব পিত্রালয় হ'তে।

ভৃঙ্গী। মা, ভুলাতে নারিবে ;
ছেড়ে যাবে, তাই কর ছলা।
মা, মা, ক'র না গো কৈলাস আঁধার !

সতী। দেখ নন্দি, দেখ ভৃঙ্গি,
মহাযজ্ঞ হবে, তাই যাই ;
তোরা সব যাবি।
নন্দি, তুই সঙ্গে যাবি,
কি হেতু কাঁদিস্ আর ?
আন রথ।

নন্দীর প্রস্থান

ভৃঙ্গি, বাছা কেঁদ না ক' আর।

ভৃঙ্গী। বাবা যাবে ?

সতী। যাবে।

ভৃঙ্গী। বাবা, মা কি যাবে তবে ?

মহাদেব। ভৃঙ্গি, রাখিতে নারিবি।
সতি, মনে হয়—
বুঝি বিশ্ব লয় এখনি হইবে !
অন্তরে আমার মহা হাহাকার-ধ্বনি !
হৃদ্‌পদ্মে টলেছে আসন তোর ;

বল কোন্ দোষে দোষী ?
কেন ছেড়ে যাবে,
কেন হে ভাসাবে মোরে ?
ভাবি মনে,
ক্ষুদ্র কীট হ'য়ে থাকি তোরে ল'য়ে,—
শিবত্বের হেতু দ্বন্দ্ব নাহি বাধে আর।
সতি, তোর আনন্দ-মূরতি—
নয়নের ভাতি মোর—
সে আলো নিভাবে কেন বল ?
আর কি কৈলাসপুরে রব,
আর কি সংসার পানে চাব,
বিশ্বের কল্যাণে আর কি বসিব ধ্যানে ?
জ্ঞানহারা তোমারে হারাই যদি।

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। সাজায়ে এনেছি রথ।

ভৃঙ্গী। রহ আগুলিয়া পথ,—
বাবা কাঁদে, মাকে ছেড়ে নাহি দিব।

সতী। নাথ, হাসি মুখে বল 'এস'।
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি ?
ত্রিপুরারি !
আমি আশ্রয়বিহীনা তোমা বিনা।

মহাদেব। নন্দি, যা রে সাবধানে,—

এনে দিস্ ভিখারীর নিধি।
শিবহীন যজ্ঞ দক্ষপুরে ;
সতী মানা না মানিবে,
যজ্ঞস্থলে যাবে ;
কত লোকে কত কথা কবে,
সবে কি কোমল প্রাণে ?
যদি কেহ কুভাষে আমায়,
রুষ্ট তুমি নাহি হ'ও তায়,
তুষ্ট ক'রো মিষ্ট ভাষে।
নন্দি, বাক্য ধর, বিবাদ না কর,
সতীরে এন রে ঘরে।
দক্ষ কত কবে কুবচন,—
যদি সতী হয় উচাটন,
প্রবোধিয়ে নিয়ে এস রথে ক'রে।
নন্দি, কি বলিব আর,—
সতীরে আমার—
কোন মতে আনিবে কৈলাসে ;
ওরে, রহিলাম পথপানে চেয়ে।
সতি, সতি, এস তবে, প্রাণেশ্বরি !
ভুল না ভোলারে।

শিবশ্চ প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দক্ষ

দক্ষ। অপমান পূর্ণ মাত্রা হবে প্রতিশোধ!
আরেরে অবোধ, আরেরে ভাঙড়্‌—
শূল ল'য়ে কর ভারিভূরি!
ভাব—সংহারের ভার তব?
সে দম্ভ ঘুচিবে,—
সৃষ্টি রবে সংহার বিহনে।
কিন্তু মম চিন্তা নাহি হয় দূর,
বিঘ্ন কে করিবে?
আপনি আসিবে বিষ্ণু যজ্ঞ-রক্ষা হেতু,
প্রতিশ্রুত মোর ঠাঁই।
তিন লোক পক্ষ মম, যজ্ঞে হবে উপস্থিত,
একা শিব কি বাদ সাধিবে?
না না, তবু চিন্তা নাহি হয় দূর।
হের প্রাণ, এখন' সতীরে পড়ে মনে!
আগে যজ্ঞ হ'ক সমাধান,—

কন্যার মমতা যদি না পারি ছেদিতে,
তুষানল প্রায়শ্চিত্ত মোর !
দেখ বুদ্ধি-ভ্রম—
যজ্ঞ করি মৃত্যু-নিবারণ হেতু,
মৃত্যু-চিন্তা করি পুনঃ আপনার ;
অনাচার-নিবারণে মৃত্যু না রহিবে,
প্রজাবৃদ্ধি সহজে হইবে ;
যুক্তিতে না হেরি কোন অশুভ ঘটনা ;
কিন্তু তবু না ঘুচে ভাবনা,—
তপোবল অধিক তাহার,
তপোবল নাহি কি আমার !

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ !
আসিতেছে যজ্ঞ-স্থানে নিমন্ত্রিতগণে।

দক্ষ। কহ মন্ত্রিগণে,
দেয় সবে যথাযোগ্য স্থান। দূতের প্রস্থান
কিন্তু যদি এ যজ্ঞ না হয় সমাধান,
অপমান রাখিতে নাহিক স্থান।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রবেশ

প্রণাম চরণে তাত,
প্রণমি, হে চক্রপাণি,

কি কহিব কত কৃপা তব,
মহাকার্য্য উদ্ধারিব প্রসাদে তোমার।

বিষ্ণু। দক্ষরাজ, যজ্ঞ-রক্ষা করিব তোমার,—
বাক্য মম হবে না অন্যথা।
কিন্তু,
প্রজার স্থাপনা যদি উদ্দেশ্য তোমার,
শিবে কেন নাহি দেহ যজ্ঞভাগ ?
শিব বিনা যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হবে।

দক্ষ। যজ্ঞ পূর্ণ হয় বা না হয়,
এ কথা নিশ্চয়, শিবে ভাগ নাহি দিব।
আশ্বাস দিয়েছ মোরে, ওহে যজ্ঞেশ্বর,
যজ্ঞ-রক্ষা আপনি করিবে ;
তাহে যদি অমত তোমার,
অঙ্গীকার যদি নাহি পাল,
যজ্ঞে তাহে নাহি দিব ক্ষমা,—
কর, দেব, যথা রুচি তব।

বিষ্ণু। যজ্ঞ-রক্ষা অবশ্য করিব,—
বাক্য মম হবে না খণ্ডন ;
কিন্তু প্রয়োজন বুঝিতে না পারি—
প্রজার বর্দ্ধন,
কিবা শিব-অপমান মনোগত তব ;
এক যজ্ঞে দুই ফল কভু না সম্ভবে।

দক্ষ। যুক্তির সময় আর কোথা চক্রপাণি !
হইয়াছি অগ্রসর,
তিন পুর সমাগত নিমন্ত্রণে,
ফিরিতে না পারি আর।
যজ্ঞ-ফলে প্রজা রক্ষা যদি নাহি হয়,
অনাচার নিবারণ হইবে নিশ্চয় ;
শিব-ভয় না রহিবে লোকে।
হ'য়েছে সময়—যেতে হবে যজ্ঞস্থলে।
যদি হয় অভিমত,
আসিবেন যজ্ঞ-অংশ হেতু। দক্ষের প্রস্থান

ব্রহ্মা। কহ হরি, কি উপায় করি ?
দেখিলে ত কোন মতে দক্ষ না বুঝিবে ;
মহাপ্রলয় ঘটিবে,
না হইবে নিবারণ ;
চক্রী তুমি, তব চক্র বুঝিতে না পারি।
আসিয়াছ যজ্ঞের রক্ষণে,
হর-হরি দ্বন্দ্বে বিশ্ব অবশ্য মজিবে।

বিষ্ণু। হে বিরিঞ্চি,
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ—
দ্বন্দ্ব কার সনে ?
হর-হরি এক আত্মা জেন চিরদিন।
দক্ষ-যজ্ঞে ত্রৈলোক্যে দেখাব,—

শিব-দ্বেষী মূঢ় যেই জন,
মম শক্তি নহে কদাচন—
রক্ষিতে সে দুরাচারে ;
তিন লোক করিলে সহায়,
ত্রিপুরারি অরি যদি হয়,
কোন মতে রক্ষা নাহি তার !
ত্রিসংসার এ তত্ত্ব বুঝিবে,
পূজা দিবে মঙ্গল-আলয় শিবে,
সৃষ্টি হবে মঙ্গল-আলয়।
যজ্ঞ ছারখার,
অমঙ্গল একত্রে সংহার,
অহংকার বিগলিত,
দক্ষ-যজ্ঞে মহা প্রয়োজন।
হবে মহামার ছারখার ত্রিসংসার,—
শিব-দ্বেষী প্রজাপতি।
ধ্বংস বিনা উন্নতি না হয় ;
চল, যজ্ঞে হই অধিষ্ঠান।

ব্রহ্মা। মম সৃষ্টি-ভার, পালন তোমার হরি।

বিষ্ণু। কার ভার, পদ্মযোনি !
ভার যার—আসিতেছে সেই।
শুন, রথ-চক্র গভীর গরজে—
আসিছেন মহামায়া !

চল যজ্ঞ-স্থানে,
দেখিব নয়নে কি রূপ মায়ের আজি।
রাঙা পদে রাঙা জবা কিবা সাজে,
ভক্ত নন্দী দেছে উপহার ;
ভাণ্ডারের সার অলঙ্কার—
কুবের দিয়েছে স্বহস্তে সাজায়ে মায়ে
সফল জনম তার !
দেখিনু কৈলাসে,
আহা, কিবা রূপ ধ্যানাতীত !
মায়ের চরণ-তলে যাচিনু অভয়,
আশ্বাস দিলেন মাতা।
অভয়া না অভয় দানিলে,
শিবহীন যজ্ঞে হব কেমনে উদয় ?
নাহি ভয়,
মায়ের কৃপায় সকলই হইবে শুভ।

ব্রহ্মা। হবে যেবা জননীর মনে।
আশ্বাসিত আছি আমি দৈববাণী শুনে
তনু ত্যাগ করিবেন মাতা,
প্রেমে হবে সৃষ্টির বন্ধন।

বিষ্ণু। অকারণ শঙ্কা কিবা তব ?
চল যাই যজ্ঞস্থলে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

ভৃগু-পত্নী আসীনা, সতীর প্রবেশ

ভৃগু-পত্নী। এস, এস—দেখ গো প্রসূতি,
সতী তোর সেজে এল !
মরি, মরি, কিবা রূপ হেরি,
কে বলে গো ভিখারীর নারী !
কিবা অলঙ্কার—
যেখানে যা সাজে, দিয়েছে জামাই তোর,-
রূপে করে দক্ষপুরী আলো !

প্রসূতির প্রবেশ

প্রসূতি। কই সতী, কই সতী মা আমার !
ও গো, স্বর্ণলতা কালি হ'য়ে গেছে,
বুঝি স্বপ্ন ফলে গো আমার !
ও মা, মা আমার !
ও মা, স্বপ্নে তোরে দেখিয়াছি, কালি,
কালী হ'য়ে দাঁড়ালি মা এসে ;
স্বপ্নে সতী ছেড়ে গেছে মোরে.
ও মা, মায়েরে কি ছেড়ে যাবি ?

আমি দুখিনী জননী তোর,
মা ব'লে কি রাখিবি গো মনে ?
শুনি চতুর্ম্মুখ-মুখে,
শক্তিরূপা সনাতনী তুমি।
ও মা, তুমি যে হও সে হও,
দশ মাস ধ'রেছি জঠরে তোরে,
মার মনে দিস্ নে মা ব্যথা।

সতী। ও মা, আইনু মা নিমন্ত্রণ বিনা,
তাই ত গো হ'ল দেখা !
ওগো, সাধে কি হ'য়েছি কালি ?
ও মা, দুহিতা তোমার
পতি বিনা নাহি জানে আর,
ত্রিসংসারে অপমান তাঁর,
শুনিনু নারদ-মুখে—
ভেবে কালি হ'য়েছি জননি !
ও মা, অবিরোধী পতি মোর !
সংসার-বৈভব বিলায়ে সবারে,
পতি মোর হ'য়েছে ভিখারী—
এই কি মা অপরাধ তাঁর ?
সমুদ্র-মন্থনে,
সুধা সনে রতন উঠিল কত,
বাঁটি নিল দেবগণে মিলি,

দিগম্বর গরলের ভাগী !
পিতার আদেশে,
যার পানে পরাণ ধাইল—
মালা দিনু তার গলে।
পত্নী হেতু দেবদেব হতমান,
তবু তাহে তিল নাহি গণে ;
কভু মোরে কুবচন নাহি কহে।
আশুতোষ, কভু নাহি রোষ ;
ধিক্ প্রাণ, হেন পতি মানহীন !
ও মা, ধরি পায়, করি গো মিনতি,
কহ গো জনকে মোর,
তনয়ারে রাখিবারে পায়—
যজ্ঞ ভাগ দিতে বল হরে।

প্রসূতি। হায় সতি, অভাগিনী আমি !
রাজা নাহি শুনিবে বচন,
বিরিঞ্চির বাক্য অবহেলে—
বধিবে আমায়, যদি কথা আনি মুখে।
ও মা, কি কব গো আর,
মানা মোরে তত্ত্ব নিতে তোর।
নাহি মায়া নৃপতির মনে,
কুবচন সহি কত।
কি কব গো বন্দী আমি পুরে,

ও মা, বড় অভাগিনী আমি !

সতী। তবে আমি যাব পিতার সদনে।

প্রসূতি। মানা করি যাস্‌নে গো সতি,
তোরে হেরে দ্বিগুণ বাড়িবে ক্রোধ।
কত কটু কবে,
নাহি সবে তোর—বড় অভিমানী তুই !
ও মা,
মমতা ছেদিয়া শ্মশান ক'রেছে প্রাণ !

সতী। কৃপাহীন মম প্রতি পিতা কভু নন ;
শীর্ণকায় দেখিয়া আমায়—
মায়া মনে হবে তাঁর।
কৈলাসে গো যাবে নিমন্ত্রণ,
পতি সনে মিটিবে বিবাদ।

প্রসূতি। ও মা, একে আর হবে তায় ;
ও গো বড় নিদারুণ,
দ্বিগুণ জ্বলিবে ক্রোধ।

সতী। কেন ভাব মা আমার,—
বড় স্নেহ তাঁর,
ভুলিতে মা, নারিবেন মোরে ;
যাব যজ্ঞে, মানা নাহি কর।

প্রসূতি। ওগো, বুঝেছি বুঝেছি—
ভেঙেছে কপাল মোর !

বজ্রসম বাণী সবে না মা, তোর প্রাণে ;
পতিপ্রাণা পতি-নিন্দা শুনি—
অভাগীরে ফাঁকি দিবি।

সতী। মা গো,
কি ফল এ ছার প্রাণ রাখি !
যাব যজ্ঞে—কহিব জনকে,
ভিখারীরে করিতে বঞ্চনা
কেন হেন আয়োজন ?
ও মা, ভিখারিণী—যাইতে ত নাহি মানা !
ভিক্ষা মেগে লব যজ্ঞ-ভাগ,
নহে মাতা পরাণ ত্যজিব ;
অলক্ষণা, স্বামীর কণ্টক আমি !

প্রসূতি। ও মা, ও মা,
আমি ত গো নহি অপরাধী—
কেন শেল দিয়ে যাবি বুকে ?

সতী। ও মা, কন্যা আমি,
নীতিবাণী সুধাই তোমায়,
যার তরে পতি লজ্জা পায়,
প্রায়শ্চিত্ত কিবা তার ?
শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর,
প্রজা রক্ষা কেমনে গো হবে ?

নারী যদি পতি-নিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর ?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ও মা, পতি-নিন্দা কেন স'ব ?

প্রসূতি। ও মা, কাঁদিতে কাঁদিতে
দিয়াছিনু বিদায় তোমারে,
কাঁদিতে গো বুঝি পুনঃ দেখা !
সতি !
চাঁদমুখে আর কি রে মা ব'লে ডাকিবি ?
ক্ষুধা পেলে খেয়ে কি আসিবি—
অঞ্চল ধরিবি মোর ?
ও মা, প্রসবিনু যে দিন তোমারে,
সেই দিন হ'তে দিন দিন পড়ে মনে !
কি হবে গো—
কি হবে গো, মা আমার !

সতী। বাধা মোরে দিও না, জননি !
পতি-ভক্তি শিখাও মা মোরে,
কে শিখাবে তুমি না শিখালে ?
দে মা, বিদায় আমায়।

প্রসূতি। সতি, সতি, মা আমার !
ও মা, তোরে কি ব'লে বিদায় দিব ?
যাবি যদি, জনমের মত—

মা ব'লে মা ডাক মোরে।

সতী। মা, মা, যাই যজ্ঞে মা আমার!

সতীর প্রস্থান

প্রসূতি। বল গো কি হবে মোর?

ভৃগু-পত্নী। বিধাতার মনে যা আছে, তা হবে রাণি,
কি হবে কাঁদিলে আর?
হায়, জঞ্জাল বাধিবে
ব'লেছিল মুনি মোরে।
চল গৃহে,
গবাক্ষ হইতে দেখি যজ্ঞে কিবা হয়।

প্রসূতি। ও মা সতি,
মার প্রতি কেন মা নিদয়া তুই?

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যজ্ঞস্থল

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবগণ, নারদ, দধীচি ইত্যাদি
ঋষিগণ ও দক্ষ উপস্থিত

দধীচি। রাজা,
হেন যজ্ঞ সমারোহ দেখি নাই কভু!
সুলভ দুর্লভ, সুসাধ্য অসাধ্য যাহা,
আয়োজন হ'য়েছে সকলি।
কিবা সভা, তিন লোক সমাগত!
কিন্তু কোথা পুরুষ-প্রধান?
মহেশ্বরে কেন নাহি হেরি?
শিব অধিকার—শিবের সংসার,
যজ্ঞভাগ তাঁর;
বিশেষতঃ জামাতা তোমার,
অগ্রে তাঁর অধিষ্ঠান;
কোথা উচ্চাসন দেবদেব হেতু?
কেমনে বা যজ্ঞ আরম্ভিবে—
সদাশিবে না পূজিলে আগে?
কে যজ্ঞ রাখিবে,
যজ্ঞে নানা বিঘ্ন হয় প্রজাপতি!

দক্ষ। হের মুনি, যজ্ঞেশ্বর হরি
আপনি উদয় হেথা যজ্ঞ-রক্ষা হেতু।
ভ্রান্তি তব ঘুচে নাই মনে ;
শিব-অধিকার কিবা ?
আছে ভূতগণ, আছে বৃদ্ধ বৃষ,
এই ত সম্বল তার ?
সুধাই তোমায়,
'শিব' নাম কে দিয়েছে তার ?
অমঙ্গল-কেতু সে ভাঙড়।—
মৃত্যু হ'তে অমঙ্গল কিবা ?
লয়-কর্ত্তা, অনাচার সৃষ্টি তার।
দেবদেব নাম !—
ভ্রান্ত জীব না করে বিচার,
স্বেচ্ছাচার দৃষ্টান্তে তাহার,
কালগ্রাসে পশে অত্যাচারে,—
এই হেতু লয়-কর্ত্তা দেবদেব হর।
শুন মুনি, যজ্ঞের যে প্রয়োজন,—
মহাদেব—ভিখারী ভাঙড়,
হেন সংস্কার—
ত্রিসংসারে আর না রাখিব ;
নিষ্ঠাচারে মানব স্থাপিব ভবে।
মৃত্যু হেতু ভয়,

তাই জীব সংসারে না রয় ;
মৃত্যু-ভয় করিব খণ্ডন,
স্বেচ্ছাচার করিব দমন,
পিশাচ না পূজা পাবে।
শুন মুনি, জ্ঞানহীন তুমি,
ক্ষমিলাম অপরাধ,—
শিব-নাম মুখে নাহি আন আর।
শিব-নাম যে আনিবে মুখে,
প্রেতপুরে স্থান তার।

দধীচি। শিব! শিব! শিব!
এ কি! ত্রিসংসার শিব-নিন্দা শোনে!
বুঝি প্রলয় নিকট আসি।
শিব! শিব! শিব!
শিব-নাম না আনিব মুখে?
প্রজাপতি, শিবের প্রসাদে,
কোটি প্রজাপতি নাহি গণি।
শিব-নাম করি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবার হে মহারাজ!
কিবা শক্তি ধর দক্ষরাজ,
শিব-নাম লইতে নিষেধ কর?

দক্ষ। শক্তি মম এখনি বুঝিবে ;
কে আছ রে,

রক্ষীর প্রবেশ

দণ্ড দেহ দুরাচারে।

দধীচি। এই মাত্র শক্তি তব!
খণ্ড খণ্ড কর তনু মোর,
দেখ রাজা,
শিব-নাম আনি বা না আনি মুখে।
শিব! শিব! শিব!
দেহ আদেশ রক্ষকে,
কিবা দণ্ড দিবে মোরে।

দক্ষ। বহিষ্কৃত কর এ ব্রাহ্মণে।

দধীচি। রক্ষিগণে কেন কষ্ট দিবে—
শিব-হীন যজ্ঞে কে রহিবে?
যথা শিব-অপমান,
ত্যজে স্থান সাধুজন।
কিন্তু শুন হিতবাণী,
বহু যত্নে করিয়াছ আয়োজন;
মহাকার্য্য প্রজার স্থাপন,
অগ্রে কর শিব পূজা।
নহে যদি চন্দ্র-সূর্য্য নড়ে,
সাগরে না রহে নীর,
জেন স্থির, যজ্ঞ তব যাবে রসাতলে।
অনাদি সে পুরুষপ্রবর,

শক্তি যাঁর প্রেমে বাঁধা,
বাদ নাহি কর তাঁর সনে।

দক্ষ। রক্ষি, ব্রাহ্মণে কর রে দূর।

দধীচি। দূর কর মোরে,
তবু কহি—কর শিব-পূজা ;
যত্ন করি নাহি আন অমঙ্গল।
শিব! শিব! শিব!
দিগম্বর! করহ মার্জ্জনা,
তব নিন্দা শুনিনু এ পাপ কাণে।
শুন শুন, যজ্ঞে যে বা আছ উপস্থিত,
কদাচিৎ না রহ এ স্থানে।
যাও পলাইয়ে,
নহে, রুদ্র-রোষে না পাবে নিস্তার।

দধীচির প্রস্থান

দক্ষ। আদেশ' হে, সভাস্থিতগণে,
যজ্ঞারম্ভ করি আমি।
যদি কেহ থাকে এ সভায়,
শিব-নিন্দা ফোটে যার গায়,
সভা ত্যজি যাইতে উচিত তার ;
কিন্তু কেহ নাহি কর' ভয়,
কি করিতে পারে সে ভাঙড়!
আছে সংস্কার,

মহারুদ্র ভূতের প্রধান,—
ভ্রান্তি মাত্র তাহা।
ভিক্ষা যার জীবন-উপায়,
কি সম্ভব তার হ'তে!
দ্বারে যদি আসে সে ভিক্ষুক,
দ্বারপাল করিবে বিদায়।
যজ্ঞে বসি, আদেশ' হে হরি,
আদেশ' বিধাতা!

সতী ও তৎপশ্চাৎ নন্দীর প্রবেশ

সতী। পিতা,
ভিখারিণী প্রণমে তোমার পায়।

দক্ষ। সত্য বিঘ্ন!—
ওরে, আছে কি রে পতি-অনুমতি তোর
পিতারে প্রণাম দিতে?
কালামুখি, কেন এলি পোড়াইতে মুখ?

সতী। পিতা,
চিরদিন পতি মোর শিখান সুনীতি,
জগৎ-গুরু মহাদেব।
পিতা, কন্যা আসে পিতার সদনে,
কালামুখ তাহে কিবা?

দক্ষ। কন্যা তুমি নহে আর মম।

ছিল দিন, কন্যা ব'লে ডাকিতাম তোরে ;
কিন্তু নীচ-রুচি, নীচ তুই,—
পিশাচিনী এবে।
কি স্পর্দ্ধা তোর,
সম্মুখে আমার, কহ জগৎ-গুরু শিব !
যা তুই—হেথা তোর নাহি স্থান।

সতী। পিতা, শিব গুরু শতবার ক'ব।
তুমি প্রজাপতি—
সুনীতি শিখাবে ভবে,
পিতা হ'য়ে পতি-নিন্দা শিখায়ো না মোরে।
পিতা, আমি অপরাধী,
আমি বরিয়াছি হরে,
দণ্ড দেহ—যেবা তব মনে লয়,
কিন্তু কেন হরে কর অপমান ?

দক্ষ। অপমান—মান আছে যার !
ভিখারীর মান কি রে ভিখারিণী ?
আরে আরে কুলের কণ্টক তুই,
পৈশাচিক কুটুম্বিতা তোর হেতু।
মান-অপমান-কথা কি তুই জানিবি !
যেই অনাচারী দমিবারে
যত্ন করি চিরদিন,
ঠেলিয়াছি ব্রহ্মার বচন,—

তারে তুই স্বয়ম্বরে মালা দিলি।
কন্যা ব'লে পরিচয় দিস্ পুনঃ ?
সেই দিন মমতা ছেদেছি,
যেই দিন কালি দিলি মুখে।
নাহিক সম্ভব—মৃত্যুঞ্জয় সে ভাঙড়,—
যদি কভু বৈধব্য ঘটে রে তোর,
অন্ন-পানি দিব তোরে,—
ততদিন না আস সম্মুখে।

সতী। পিতা, পিতা, কুবচন কহ মোরে,
নাহি নিন্দ' হরে।
শিব-নিন্দা শুনি মরি প্রাণে,
ধরি গো চরণে, শিব নিন্দা নাহি কর।

নন্দী। মা, মা!
ফিরে চল, চল গো কৈলাসে—
বাবা মোরে ব'লে দেছে ;
ও মা, আর না সহিতে পারি,
শিব-আজ্ঞা যাব ভুলে।

সতী। নন্দি, কোন্ মুখে ফিরিব কৈলাসে ?
আসিবার কালে নিষেধ করিল হর ;
মানা না মানিনু,
বড় মুখে আইলাম পিত্রালয়ে।
ছিল সাধ, মিটাব বিবাদ,—

বিবাদ না মিটিবে রে কভু
যতদিন রবে অভাগিনী।
যা রে নন্দি, ফিরে যা কৈলাসে,
কহিস্ মহেশে,
জন্মিলাম অপমান হেতু তাঁর।
ছার প্রাণ আর না রাখিব,
পোড়া মুখ আর না দেখাব,
ছাড়িব এ পাপদেহ।
নিবেদন ক'র রে চরণে,
বংশ-অভিমানে
কত তাঁরে কহিয়াছি কটু।
আমি নারী,
মহিমা কি বুঝিবারে পারি ;
দেবদেব !
নিজ গুণে ক্ষমিবেন অপরাধ।
বলিস্ ভোলারে,
কভু যেন মনে করে মোরে।
অজ্ঞান অবোধ,
সেবা তাঁর করিতে নারিনু ;
ছিল বহু সাধ,
সে সাধ রহিল মনে।
যদি পাগল আমার,

আমা বিনা হয় উচাটন,
ক'রো রে যতন,
ভিখারীর কেহ নাহি ত্রিসংসারে।
দিগম্বর, ক্ষমা কর অধীনীরে ;
এ অন্তিমে হৃদ্‌পদ্মে দেহ আসি দেখা—
ভোলা, ভোলা, কোথা তুমি এ সময় !

তনু ত্যাগ

নন্দী। ও মা, মা, কি বলিস্—
কি হ'ল, কি হ'ল !
ওঠ মা, ওঠ মা,
শূন্য রথ ল'য়ে কি ব'লে কৈলাসে যাব—
শঙ্করে কি কব ?
ও মা, নিয়ে যেতে ব'লেছিল বাবা মোরে।
উঠ গো জননি,
শূলপাণি অধীর হ'বে গো তোর তরে !
ও মা, নন্দী কাঁদে তোর—
আদর কর মা তারে !
হায় হায়, শত ধিক্ প্রাণে,
দেখিনু নয়নে—
ভগবতী পরাণ ত্যজিল !
কি হ'ল, কি হ'ল,

কোথা গেল মা আমার !
ক'রে অভিমান, ভাসায়ে বয়ান,
কার কাছে দাঁড়াব গো আর—
অভাজনে মা বিনে কে রাখিবে গো পায় !
ও মা কৃপাময়ি,
কেন আজি হ'লি গো নিঠুর ?
ডাকে নন্দী তোর,—দে না মা উত্তর,
কাতর কিঙ্কর মা গো !
কাঁপে প্রাণ ত্রাসে,
কোন্ মুখে যাইব কৈলাসে,
কি ব'লে গো বুঝাব বাবারে ?
দক্ষালয়ে ত্যজিয়াছ প্রাণ,
কোন্ প্রাণে কব মাতা,
ও গো, হর মোরে করে ধ'রে ক'য়েছিল,
ফিরে এনে দিতে তার সতী ।
আমি মূঢ়মতি,
প্রভু-আজ্ঞা নারিনু পালিতে !
আশুতোষ করিবেন রোষ ;
কোলে ক'রে লুকাইবি আয় !
চল্ মা গো চল্,
হবে গো চঞ্চল পাগল তোমার ভোলা ।
আয় মাগো আয়, বুঝাইবি তায়,

ও মা, কোথা যাব—
মা গেছে গো চ'লে !

দক্ষ। মূঢ় প্রেত, নহে প্রেত-ভূমি,
নিবার' চীৎকার তোর।

নন্দী। মূঢ় দক্ষ, কি কহিব বাবার নিষেধ।
নহে শূল করে র'য়েছি দাঁড়ায়ে,—
শিব-নিন্দা করিলি পামর !
নহে মা আমার ত্যজিয়াছে তনু,
তবু তুই এখন' জীবিত !
নহে কিরে নহে কি অধম,
যজ্ঞ-ধূম উঠিত রে তোর ?
শিব-হীন সভা কিরে এখন' রহিত ?
ফাটে প্রাণ, বাবার নিষেধ,
মা ত্যজেছে প্রাণ,
আছি রে—আছি রে দক্ষ—দিতে প্রতিফল !
নহে—
আত্মহত্যা বিনা মম প্রায়শ্চিত্ত কিবা !
ধিক্ আমি অধম কিঙ্কর,
শৈব হ'য়ে হেরিলাম শিবহীন সভা।
শোন্ দক্ষ, নাহি তোর ত্রাণ !

নন্দীর প্রস্থান

দক্ষ। রক্ষি, বধ ওরে।

রক্ষী। প্রভু, কোথা আর ?
শূন্য-ভরে গেছে চ'লে যোজনেক পথ ;
শূন্য রথ আপনি ফিরিল।

দক্ষ। ভাল হ'ল মিটিল জঞ্জাল ;
সতী গেল ঘুচিল প্রাণের ব্যথা।
ছিল কন্যা—মমতায় তার,
এত দিন ক্ষমেছি শিবেরে,
আর ক্ষমা নাহি মোর !
আগে যজ্ঞ করি সমাধান,
কৈলাস ডুবাব ল'য়ে সাগর-সলিলে।
সতী ম'লো, পুনঃ মুখ হইল উজ্জ্বল,—
না কহিবে শিবের শ্বশুর।
ওহো ! কন্যা হেতু এ হেন যন্ত্রণা,
অপমান পদে পদে।

সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

অন্ন নাহি ভাঙড়ের ঘরে,
না খেয়ে হ'য়েছে কালি।
কে দিল এ অলঙ্কার ?
ভিক্ষা ত্যজি—
চুরি বুঝি শিখেছে ভাঙড়

ধন্য তব যোগাযোগ বিধি !
কিন্তু আর কন্যা নাই,
নবীন জামাই এনে তুমি দিবে ধাতা !
দেখি এবে, যজ্ঞ পূর্ণ হয় বা না হয় ।

ব্রহ্মা । দেখ হরি,
থর থরি কাঁপে তিন পুরী,
মহাধূম গগনমণ্ডলে,
ধিকি ধিকি বহ্নি-জিহ্বা জ্বলে,
হেন ধূম প্রলয়ে না হয় কভু !
খসে বুঝি বিশ্বের বন্ধন, টলে ত্রিভুবন,
কোথায় পলাব, কোথা স্থান পাব,
এ প্রলয়ে সকলি কি হবে নাশ ?

বিষ্ণু । শুন ব্রহ্মা, কি বুঝিব শক্তির মহিমা !
কহি শুন,
যে কথা শুনেছি আমি অভয়ার মুখে ;—
নন্দী যবে মৃত্যু-কথা কবে,
ক্রোধে রুদ্র ছিঁড়িবে আপন জটা ;
মহাবীর জন্মিবে তাহায়,
মহাকায়, পূর্ণ মহারুদ্র তেজে,
শূল করে ত্রিসংসার পারে বিঁধিবারে ;
সমরে শঙ্কর তারে দিবেন আরতি ।
বুঝি জন্মিল সে ভৈরব মূরতি ;

সাবধানে দেব-সেনা হও সুসজ্জিত,
আসে রণে কৈলাসীয় চমূ,
প্রাণপণে যুঝিব সকলে মিলি—
কোনমতে যজ্ঞ-বিঘ্ন না দিব করিতে।

বেগে নারদের প্রবেশ

নারদ। হরি, রক্ষা কর, মজে ত্রিসংসার!
নন্দীর পশ্চাতে গেলাম কৈলাসপুরে,
নন্দী দিল পরিচয়।—
কাঁপিছে অন্তর মোর,
অকস্মাৎ কি দেখিনু!—
ঊর্দ্ধ জটা, ভালে বহ্নি উঠিল গর্জ্জিয়া!
শশিখণ্ড—রবি-জ্যোতিঃ ধরে,
ত্রিনয়নে কোটি রবি ক্ষরে,
গর্জ্জে ফণী বাসুকীর ত্রাস!
জটা ছিঁড়ি ফেলিল মহেশ!
কি কহিব, কহিতে অবশ জিহ্বা,—
জটাজূট শিরে, শূল করে উঠিল পুরুষ!
ভীমকায় কহিল মহেশে,—
"কি আদেশ, তাত, মোরে?
দিক-হস্তী এখনি বধিব, সাগর শুষিব,
চন্দ্র-সূর্য্য চিবাইব দাঁতে।

আজ্ঞা মোরে দেহ শূলপাণি,
খণ্ড খণ্ড করিব মেদিনী,
স্বর্গ 'পরে রসাতল থোব,
চাহ যদি স্বর্গ উপাড়িব।"
দক্ষযজ্ঞ-নাশ হেতু—কহিল শঙ্কর তারে।
নন্দী শিঙ্গা বাজাইল ঘোর,
সাজিল সত্বর ভূতদানা অগণন,
মুক্তকেশ—শূল করে নৃত্য করে সবে।
কহ, প্রভু, কি উপায় হবে,
সকলই মজিবে !

বিষ্ণু। সাজ সেনা, সম্মুখীন অরি ;
চল আগুবাড়ি দিব রণ,
যজ্ঞ বিঘ্ন নাহি ঘটে।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রস্থান

দক্ষ। কে যুঝিবে বিষ্ণুর সহিত ?
কিন্তু রণে চক্র যদি পায় পরাজয়,
যজ্ঞ হ'তে সেনা পুনঃ করিব সৃজন,
শিব-সেনা ভূতদানা কি করিবে ?
বৃদ্ধ শিব—কত বল তার ?

নেপথ্যে। হর ! হর ! হর !

দক্ষ। শুনি ভীষণ হুঙ্কার !

প্রথম দূতের প্রবেশ

১ম দূত। মহারাজ, প্রাণ যদি চাও,
পলাও—পলাও, এল এল এল সবে।
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল,
ভূত প্রেত দৈত্য দানা—
না হয় গণনা, আসিতেছে রণে কত।
বিকট বদন, রণোল্লাসে করিছে গর্জ্জন,
জনে জনে সাক্ষাৎ শমন, রাজা!
মহাতেজা বীর একজন,
পদ-ভরে কাঁপে ত্রিভুবন,
শূল করে মৃদু মৃদু হাসে,
বায়ুবেগে আসে—
দেব-সেনা আক্রমণে।

দক্ষ। কে আছে রে, বধ' ল'য়ে ভীরু দূতে;
আন কেহ সংগ্রাম-বারতা।

প্রথম দূতের প্রস্থান

নেপথ্যে। হর! হর! হর!

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

২য় দূত। প্রভু, তুমুল সংগ্রাম,—
অবিরাম বরিষার জল,
অস্ত্র ঝরে, উজ্জ্বল প্রভায় দিশা!

প্রাণপণে—দেব-সেনাগণ করিছে বারণ
কৈলাসীয় মহাচমূ।
বিষ্ণু যুঝে বীরভদ্র সনে,
শূল-চক্র-মিলিত-গর্জ্জনে—
বিদারিত ব্যোমদেশ !

দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান

নেপথ্যে। হর ! হর ! হর !

তৃতীয় দূতের প্রবেশ

৩য় দূত। বিস্ফুলিঙ্গ ফোটে, ব্রহ্মডিম্ব টোটে,
মহারুদ্র আগত সংগ্রামে।
বজ্র হেরি বিফল সংগ্রামে,
পলায়েছে পুরন্দর।
ম্রিয়মাণ পাশ রণে,
দণ্ড করে ফিরেছে শমন,
ধনুহীন পবন পলায় ;
রুদ্রকায় মহাবহ্নি ছোটে,
একা হরি রণমাঝে !

তৃতীয় দূতের প্রস্থান

নেপথ্যে। হর ! হর ! হর !

চতুর্থ দূতের প্রবেশ

৪র্থ দূত। দেব, পলাও সত্বর,
চক্রধর ত্যজেছেন রণ !

অদ্ভুত কাহিনী, অকস্মাৎ হ'ল দৈববাণী,—
"ফের চক্রপাণি,
মহাশক্তি হরের সহায় ;
অন্য শক্তি লয় হবে সেই মহাতেজে।"
রণে পৃষ্ঠ দিয়াছেন হৃষীকেশ।

দক্ষ। মহামন্ত্রে যজ্ঞাহুতি করহ প্রদান,
সেনা সৃষ্টি কর অগণন।

যজ্ঞে আহুতি প্রদান

নেপথ্যে। হর! হর! হর!

ভূতদলের প্রবেশ ও যজ্ঞনাশ

নন্দী। যেই মুখে শিবনিন্দা করিলি বর্ব্বর,
নিজ যজ্ঞে সেই মুণ্ড দেহ রে আহুতি।

সকলে। এই দক্ষ—এই দক্ষ—

দক্ষকে লইয়া সকলের প্রস্থান

মহাদেবের প্রবেশ

মহাদেব। কে—রে, দে—রে, সতী দে আমার!
সতি, সতি, কোথা সতি!
প্রাণেশ্বরি, এস রে হৃদয়ে!
ছি ছি, ভুলাইয়ে কেন রে করিলি গৃহী!
কোথা গেলে, কি দোষে ত্যজিলে,

প্রাণপ্রিয়ে, কেন কর অভিমান ?
শত দোষ করিলে না কহ কথা।
আজি বিনা অপরাধে,
ধরণী-শয়নে কি হেতু শুয়েছ রোষে ?
দেহ রে উত্তর,
ওরে, প্রাণে না সহে আমার—
ত্রিসংসার হেরি অন্ধকার,
অন্তরের সার তুই সতী !
আহা, মোর নিন্দা শুনে—
সতী ম'লো প্রাণে,
আহা, অযতনে কতই কেঁদেছে !
ও হো, সতী প্রাণ দেছে,
মহেশের মৃত্যু নাই !
আয় সতি, আয় রে হৃদয়ে,
আর প্রিয়ে ছাড়িতে নারিবি মোরে !
আরে রে দুখিনী, আরে অভাগিনী,
ভিখারীরে কেন রে বরিলি ?
কেন ওরে পাগলে মজালি—
নেচে গেয়ে ভ্রমিতাম ভূত-সনে।
সতি, প্রাণে সহে না রে আর,
কহ কথা, কহ একবার,
অধরে রে বারেক নিরখি হাসি।

ও রে, হ'য়েছি কাতর, দেহ রে উত্তর,
নিঠুর নহ ত তুমি!
ফিরে আর যাব না কৈলাসে,
অদ্যাবধি কাল যথা নাহি পশে,
বিশ্ব-অন্তে বসিব বিরলে ;
নয়নের জলে—
নিত্য ধোব বদন তোমার!
ডাক একবার, ভোলারে ভোলারে সতি,
আহা, সতী মরে ভাঙড়ের তরে।

সতী-দেহ লইয়া গমনোদ্যত

প্রসূতি ও তপস্বিনীর প্রবেশ

প্রসূতি। কোথা যাও, ফিরে চাও আশুতোষ,
অভাগিনী ডাকিছে তোমায়!
হের, হর, করুণানয়নে—
দীন জনে চির কৃপা তব।
আমি দীনা, পতি কন্যা-হীনা,
পশুপতি, আশ্রিতা তোমার।
হই যদি সতী, পশুপতি-পদে মাগি পতি,
দুখিনীরে ক'র না বঞ্চনা।
সদাশিব নাম,
অবলায় হ'ও না হে বাম,

অকলঙ্ক নাম তব কৃপাময়—
করুণায় অবলায় রাখ পায়।
জানি প্রভু, পতি মম দোষী,
ওহে প্রেমময় পরম সন্ন্যাসী,
তবু আমি দাসী তাঁর।
সতী-পতি, পতি দেহ মোরে,
সতীর জননী যাচে।
তুমি প্রভু জগতের পতি,
কুমতি সুমতি সকলই হে সনাতন!
দক্ষ কেবা নিন্দিবে তোমায়!
তোমার ইচ্ছায় শিব-দ্বেষী হ'ল পতি—
ওহে অগতির গতি,
কর দয়া পতিহীনা জনে।
ভোলা দিগম্বর, তুষ্ট হও হর!
দেখ হে অন্তর—অন্তর্যামী ভগবান্—
মার প্রাণে কি আঘাত দেছে সতী!
তাহে পতিহীনা, কর হে করুণা,
শিবময় করুণা-আধার!

তপস্বিনী। বিল্বপত্র দেহ রাঙ্গা পায়।

প্রসূতির মহাদেবের পদে বিল্বপত্র প্রদান

মহাদেব। কে—রে, বর নে রে, যাব রে সত্বর,
সতী নাই, রব না সংসারে আর।

প্রসূতিকে দেখিয়া

পতি তব পাবে প্রাণ,
কিন্তু মুণ্ড তার পুড়েছে অনলে,
অজ-মুণ্ড করিবে ধারণ।
যজ্ঞ পূর্ণ হবে,
মম ভাগ দিতে ব'ল বিল্বমূলে।
সতি, সতি, চল যাই ;
বিশ্বকার্য্যে আর না রহিব,
সতি, সতি, চাহ রে বদন তুলে।

সতীদেহ লইয়া মহাদেবের প্রস্থান

প্রসূতি। ওগো তপস্বিনি, আমি অভাগিনী,
এ দুর্দ্দশা হ'ল গো স্বামীর !
আহা, সতী কোথা ছেড়ে গেল মোরে ?
কোথা মা আমার,
মা ব'লে গো ডাক একবার !
ও মা, লীলা হেতু তুই জন্মেছিলি,
অভাগীরে কেন রে কাঁদালি,—
চ'লে গেলি কেন মা আমার !

শুন তপস্বিনি,
সাধমাত্র রাজারে দেখিব,
গৃহে নাহি রব, চ'লে যাব,
সতীরে করিব ধ্যান।
আহা, জন্ম ল'য়ে অভাগী জঠরে,
কেঁদেছে রে চিরদিন।
ছিল গো কৈলাসে,
কভু তার তত্ত্ব না করিনু।
প্রাণ দিতে কেন সতী এলো ?
দেখি, বা না দেখি গো নয়নে,
শুনিতাম কাণে,
সতী মোর বেঁচে আছে,
ওগো, চাঁদমুখ কেমনে ভুলিব !

তপস্বিনী। শুন রাণি, নহ তুমি সামান্যা রমণী,
অভাগিনী নহ কভু।
তুমি ভাগ্যধরী,
তাই গর্ভে জন্মিলা শঙ্করী।
অন্তে পুনঃ সতীরে পাইবে,
সতী সনে চিরদিন রবে,
বাঁধা সতী প্রেমে তোর,
মন-সাধ মিটিবে তোমার।
নিত্য ঘুমাইলে—

সতী আসি মা ব'লে ডাকিবে ;
যাও রাণি, মিথ্যা নহে বাণী ।

প্রসূতির প্রস্থান

তপস্বিনী । ও মা, ও মা, কত দিন আর—
কার্য্যে বাঁধা রাখিবি মা কত দিন ?
দেখা দে মা,
ব'লে যা গো, প্রাণ নাহি বোঝে !

সতী-ছায়ার আবির্ভাব

সতী-ছায়া । যাই হিমালয়,
যতদিন শিব-সনে না হয় মিলন,
ভ্রম তুমি শিব-গুণ করি গান ;
শিব-ধামে ল'য়ে যাব পরে ।
শোন্ পদ্মা, রাখিস্ রে মনে,
প্রসূতি-সদনে—
নিত্য আসি 'মা' ব'লে ডাকিবি ।
মায়া-ঘোরে মেনকা জঠরে
রব আমি যতদিন,
শিব-সনে বিচ্ছেদ আমার ।
নাহিক আধার কেমনে আসিব,
কার্য্যহীন প্রকৃতি-পুরুষ বিনা ।

জ্ঞান-চক্ষু ফুটেছে তোমার,
বিকাশ তাহার,
এখনো র'য়েছে বাকী,
সখীভাব শিখিবি রে শিব-গুণ-গানে।

যবনিকা

দক্ষ-যজ্ঞ

১২৯০ সাল, ৬ই শ্রাবণ বিডন ষ্ট্রীটস্থ ষ্টার থিয়েটার (যাহা পরে এমারেল্ড ও পরিশেষে মনোমোহন থিয়েটার নামে খ্যাত ছিল) এই নাটক লইয়া প্রথম খোলা হয়।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

স্বত্বাধিকারী	...	স্বর্গীয় গুর্ম্মুখ রায়
অধ্যক্ষ ও শিক্ষক	...	„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	„ বেণীমাধব অধিকারী
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	...	„ জহরলাল ধর
দক্ষ	...	স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ
মহাদেব	...	„ অমৃতলাল মিত্র
দধীচি	...	„ অমৃতলাল বসু
ব্রহ্মা	...	„ নীলমাধব চক্রবর্ত্তী
বিষ্ণু		„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র
নারদ	...	„ মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়
নন্দী	...	„ অঘোরনাথ পাঠক
ভৃঙ্গী	...	„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
মন্ত্রী	...	„ গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র
দূতগণ	...	„ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ „ মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী „ অবিনাশচন্দ্র দাস (ব্রাণ্ডী) শ্রীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল
প্রসূতি	...	পরলোকগতা কাদম্বিনী
ভৃগু পত্নী	...	„ গঙ্গামণি
চেড়ী	...	„ যাদুকালী
তপস্বিনী	...	„ ক্ষেত্রমণি
সতী	...	শ্রীমতী বিনোদিনী